প্রথম পার্থ

পাত্রপাত্রী

কর্ণ
কুন্তী
দ্রৌপদী
কৃষ্ণ

দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

স্থান : গঙ্গাতীরে এক বনভূমি
কাল : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বদিন

[মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগ অর্ধ-আলোকিত, সেখানে কর্ণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে, তাঁর পিঠ দর্শকদের দিকে ফেরানো। সামনের আলোকিত অংশে দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।]

প্রথম বৃদ্ধ

আজ সেই দিন, আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম এতকাল :
অঘ্রান মাস, তিথি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।
দুপুর পেরিয়ে গেলো, সূর্য নামে পশ্চিমে।
ধীরে, সূর্যদেব, ধীরে,
আজ ত্বরা করবেন না,
আজ বিলম্বিত হোক আপনার সান্ধ্য স্নান।
সময় দিন, আমাদের সময় দিন,
আমরা উৎকণ্ঠিত, আমাদের সময় দিন :

প্রথম পার্থ

কেননা আজ সূর্যাস্তের আগে এক বিশাল
সিদ্ধান্ত নেবেন নেতারা : কুরুকুল ধ্বংস হবে না রক্ষা পাবে,
নারীকণ্ঠে ক্রন্দনরোল উঠবে কিনা,
মাতবে কিনা মহোৎসবে শেয়াল-কুকুর হস্তিনাপুরে—
সেই সিদ্ধান্ত।
আমি তা-ই শুনেছি, কিন্তু ঠিক জানি না।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

রাজা, তাঁরা আমাদের রাজা,
কুরুবংশীয় শূরবৃন্দ—মহীপাল—মহান—
বেদে ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাবান, দেবতার প্রিয়পাত্র।
তাঁদের রাজ্যে নেই দুর্ভিক্ষ বা দস্যুতা,
নেই কুসীদজীবী, নেই সত্যভ্রষ্ট বিচারক।
তাঁদের আশ্রয়ে সুখে আছি আমরা—
অন্তত ছিলাম :
যতদিন না ধার্তরাষ্ট্র আর পাণ্ডবের মধ্যে বিরোধ
একপাল ইঁদুরের মতো ছিন্ন করেছিলো সেই রুক্ষ,
সৌভ্রাত্র যার নাম, যা বেঁধে রাখে রাষ্ট্রকে।
আপনারা জানেন সেই কাহিনী :
জতুগৃহ, দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবের বনবাস ও প্রত্যাবর্তন,
কেমন ক'রে নষ্ট হ'লো মৈত্রী,
কেমন ক'রে পুষ্ট হ'লো বৈরিতা
এতদূরে পর্যন্ত—যে সম্প্রতি
উভয়পক্ষ সেনাসংগ্রহে ব্যস্ত, আর কৃষ্ণ এসেছেন
দ্বারকার সিন্ধুতট ছেড়ে, শান্তির দৌত্য নিয়ে।
কেউ বলে দর্পিত দুর্যোধন দায়ী,

কেউ দোষ দেয় দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরকে,
কেউ বলে কৃষ্ণ বিশ্বাসযোগ্য নন;—
আমরা কিছু জানি না। শুধু ভাবি :
যে-দেশে আছেন ভীষ্মের মতো জ্ঞানী, বিদুরের মতো সাধু,
আর গান্ধারীর মতো সত্যদর্শিনী, সেখানেও কেন যুদ্ধ?
একই বংশ, একই রক্ত শিরায়, একই পিতামহ,
এক স্বার্থ, এক জন্মভূমি, ভ্রাতৃবোরা সকলেই ধর্মজ্ঞ—
তবু দ্বন্দ্ব কেন?
সমাধানের কোনো উপায় কি নেই--অস্ত্র ছাড়া?
বিতর্কের কোনো উত্তর কি নেই--রক্তপাত ছাড়া?
কেউ কি নেই, যিনি শেষ মুহূর্তে মিলিয়ে দিতে পারেন
গান্ধারীর শতপুত্র ও পঞ্চপান্ডবকে,
যারা ছেলেবেলায় খেলা করেছে একসঙ্গে, এক মা খেয়ে?

প্রথম বৃত্ত

একজনের নাম এখনো করিনি।
ঐ যে তিনি দাঁড়িয়ে। অপেক্ষমাণ, যেন চিন্তান্বিত।
আমাদের মনে যে-চিন্তা, তাঁরও হয়তো তা-ই,
কেননা আমাদের কাহিনীর তিনি অন্যতম নায়ক—
পান্ডব নন, কৌরব নন। তাঁর নাম কর্ণ।
সারথি অধিরথের পুত্র। আশ্চর্য, ঐ বিরাট পুরুষ,
দীর্ঘকায়, দীর্ঘবাহু,
রূপে, গুণে, আচরণে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ : তিনি সূতপুত্র?
তাঁর জন্ম নিয়ে নানা লোকে নানা কথা বলে,
তিনি নাকি পালিত পুত্র অধিরথের, তাঁর প্রকৃত পিতা এক
রাজরাজেশ্বর।

প্রথম পার্থ

আমি কর্ণপাত করি না ও-সবে। দেবতার দয়া হ'লে
কেন জন্ম নেবে না দীনের কুটিরে বীরত্ব,
যশস্বীর উৎস হবে না অখ্যাত বীজ?
যাকে বলে প্রতিভা, তা সহজাত। আমি এই বুঝি।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কর্ণের কীর্তির কথা আপনারাও জানেন।
দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষায়
তাঁর মতো দক্ষ কেউ হননি — অর্জুন ছাড়া।
পাঞ্চালীর স্বয়ংবরসভায় লক্ষ্যবেধ করতে পারতেন
ধরাধামে দু-জন মাত্র — অর্জুন, আর তিনি।
তাই বুদ্ধিমান দুর্যোধন
অর্জন করেছেন তাঁর সৌহার্দ্য
অনেক আগেই অঙ্গরাজ্য উপঢৌকন দিয়ে।
সকলেই চায় বিক্রমশালী মিত্র, বিশেষত রাজারা।

প্রথম বৃদ্ধ

অনেকে কর্ণকে বলে উগ্রস্বভাব, দাম্ভিক,
কিন্তু কর্ণের নিন্দুকেরা আমার বন্ধু হয়নি কখনো।
আমি দেখেছি তাঁকে দিনের পর দিন
এই গঙ্গার তীরে, বনভূমিতে, নিঃসঙ্গ।
মৃগয়া তাঁর ব্যসন নয়, নারী তাঁর বিলাস নয়,
প্রমোদে তিনি উদাসীন, নির্জনতা ভালোবাসেন।
আমি তাঁকে জানি মহাপ্রাণ বলে,
শুধু অস্ত্রবীর নন, সত্যনিষ্ঠ,
দানে তিনি সূর্যের মতো উদার, ত্যাগে তিনি মহিমান্বিত :

আর এও জানি
এ-মুহূর্তে তাঁরই উপর নির্ভর—
কুরুকুল ধ্বংস হবে, না রক্ষা পাবে,
রাঙবে কিনা ক্ষত্রশোণিতে কুরুক্ষেত্র,
যুদ্ধ হবে—কি হবে না।

কেননা তিনি কুরুপক্ষের স্তম্ভস্বরূপ,
অথচ কুরুবংশের অনাত্মীয়,
কুন্তী, মাদ্রী বা গান্ধারীর গর্ভজাত নন;
তাই ধর্মত
তিনি পারেন যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াতে;
আর তিনি সরে দাঁড়ালে
দুর্যোধনেরও রণস্পৃহা নিস্তেজ হবে—
অন্তত আমার তা-ই ধারণা।
কে না বোঝে পরাজয়ের চেয়ে অর্ধেক রাজত্ব অনেক ভালো,
সর্বনাশের চেয়ে অনেক ভালো সুবিচার।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

এ কী!
কুন্তী আসছেন,
যশস্বিনী পৃথা,
বিখ্যাত যদুবংশে যাঁর জন্ম, যিনি পেয়েছিলেন
বন্দনীয় পাণ্ডুকে তাঁর ভর্তা,
আর দেবতার বরে, দেবতার মতো পঞ্চপুত্রে।

[কুন্তীর প্রবেশ

প্রথম পার্থ

কুন্তী

বৃদ্ধেরা, শুনুন।
আমি মন্ত্রণাসভা ছেড়ে দ্রুত এসেছি এখানে
নিজেকে চিন্তা করার সময় না-দিয়ে,
এক আকস্মিক সংকল্পে উত্তেজিত।
আমার এক কর্তব্য আছে — অতি কঠিন — বহুদিন ধ'রে অসম্পন্ন,
আজ পালন করবো।
কিছু বক্তব্য আছে, মুখে আনা সহজ নয়,
কিন্তু আজ আমাকে বলতেই হবে।

প্রথম বৃদ্ধ

আমার অনুমান আপনি কর্ণকে কিছু বলতে চান —
হয়তো কোনো গূঢ় বার্তা?
আমরা কি চ'লে যাবো, স'রে দাঁড়াবো?

কুন্তী

সুদূরে থাকবেন। শ্রবণের বাইরে যাবেন না।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

তাহ'লে কি আপনার কথা আমাদেরও শ্রোতব্য?

কুন্তী

হস্তিনাপুরের নাগরিক, কুরুবংশের হিতৈষী, শুদ্ধাচারী বিশ্বস্ত
ব্রাহ্মণ :
আমার এই কথা, যা কৃষ্ণ ছাড়া কেউ এখনো জানে না,
একদিন তা প্রকাশিত হবে সকলের কাছে, সর্বত্র,

যখন আমরা সবাই হ'য়ে যাবো ইতিহাস, আর
যা ছিলো গোপন, তা-ই জ্বলবে
নক্ষত্র হ'য়ে, সর্বজনীন আকাশে।
কিন্তু এখনো সেই সময় আসেনি। তাই
আমি চাই প্রতিশ্রুতি — যা শুনবেন
তা বুদ্ধ রেখে দেবেন স্মরণে — চিরকাল।
আপনাদের মুখ থেকে কেউ তা শুনবে না।
যদি এতে সম্মত হন, তাহ'লে আপনারাও
শুনুন আমার কলঙ্ক ও বেদনা,
সাক্ষী থাকুন আমার স্বীকারোক্তির ;—
আপনাদের মার্জনা পেলে আমার মন আরো নির্ভার হবে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

দেবী, আমরা জানি না আপনি কী বলতে চান,
আমাদের শোনা উচিত কিনা জানি না।
কিন্তু যদি আমাদের যোগ্য ব'লে ভাবেন,
সত্য পণ ক'রে বলছি, গোপন রাখবো।

প্রথম বৃদ্ধ

সত্য পণ ক'রে বলছি, গোপন রাখবো।

কুন্তী

অন্য এক কারণেও
এখানে আপনাদের উপস্থিতি আমার কাম্য।
আমি এসেছি কর্ণের কাছে এক প্রস্তাব নিয়ে —
শুভ প্রস্তাব, কর্ণের পক্ষে সৌভাগ্যময়,
কুরুকুলের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলজনক,
আর ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষেও আনন্দের।

কিন্তু আমার আশঙ্কা, এই মঙ্গলসাধনের
পরিপন্থী হবে কর্ণের আত্মশ্লাঘা।
স্বপ্রতিষ্ঠ সে, স্বনির্ভর; অন্যের কথা মানতে অনভ্যস্ত।
তবু, আশা : হয়তো সফল হ'য়ে ফিরতে পারি
যদি আপনারা, মহাশয় ব্রাহ্মণ,
মুক্ত কণ্ঠে সমর্থন করেন আমার প্রস্তাব।

প্রথম বৃদ্ধ

যদি ধর্মসংগত হয়, নিশ্চয়ই করবো।
আমরা অন্তরালে যাই, আমাদের শ্রুতি রইলো এখানে।

[বৃদ্ধেরা অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন হলেন। কর্ণকে উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেলো।]

কুন্তী

(কর্ণের দিকে অগ্রসর হয়ে)

রৌদ্র প্রখর।
বৃক্ষের মতো ছায়া ফেলে
কর্ণ দণ্ডায়মান।
আমি খুঁজবো তাহার সেই ছায়ায়, আমি অতি প্রার্থিনী।

[কুন্তী কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়ালেন।]

কর্ণ

(ফিরে তাকিয়ে, ক্ষণকাল পরে)

প্রণত হই, দেবী। আমি উন্মন ছিলাম,
তাই লক্ষ করিনি আপনাকে। মার্জনা করবেন।

আদেশ করুন, আপনার কোন প্রিয় কর্ম আমার সম্পাদ্য?
আমি অধিরথের পুত্র, কর্ণ, রাধা আমার মাতা।

কুন্তী

(মুগ্ধ চোখে কর্ণের দিকে তাকিয়ে)

কর্ণ, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে না?

কর্ণ

পরিচয় অনাবশ্যক। অতিথিমাত্রেই অর্চনীয়।
আমি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে কিছু দান করি
যেদিন যাঁর দেখা পাই, তাঁকেই। কিন্তু আপনাকে দেখে

(কুন্তীর মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে)

মনে হচ্ছে কোনো রাজ্ঞী মহিষী বা বারাঙ্গনা।
ইচ্ছা হয় তো আপনার পরিচয় বলুন।

কুন্তী

আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে
যবদ্বীপ থেকে যবনদ্বীপ পর্যন্ত
অনেকেই আমার নাম জানে।

(ক্ষণকাল পরে)

আমি কুন্তী।

কর্ণ

(সবিস্ময়ে)

কুন্তী! অর্জুনের মাতা!

কুন্তী

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের আমি জননী—
এবং অন্য একজনের।

কর্ণ

অন্য একজনের?

কুন্তী

জ্যেষ্ঠ সে, শ্রেষ্ঠ সে, অতুলনীয়।
অর্জুনের মতো বীর, যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মাত্মা।

কর্ণ

আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগছে : তিনি অজ্ঞাত কেন,
তিনি প্রচ্ছন্ন কেন--এই দীপ্তিশালী পুরুষ, আপনার
প্রথম পুত্র?

কুন্তী

আমিই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম
যেমন ঘটের মধ্যে হুতাশন,
যেমন মাটির ভাণ্ডে বৈদূর্যমণি,
যেমন গুহার আঁধারে মহাঘাত্র :

আমিই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম—
যাতে সে প্রকাশিত হ'তে পারে
যথাকালে, যথাস্থানে,
দুর্জনের বিনাশের জন্য, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য—
এই হস্তিনাপুরে, যার প্রান্ত ছুঁয়ে জাহ্নবী বয়ে যান।

কর্ণ

(স্বগতোক্তির ধরনে)

তাহ'লে আমার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এখন :
অর্জুন—আর এই তেজস্বী পুরুষ, যাঁর নাম এখনো জানি না।

কুন্তী

তোমার সঙ্গে অচিরে তার দেখা হবে, কর্ণ,
দেখবে কেমন অবিকল সে প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার
তোমারই মতো দীর্ঘকায়, আয়তাক্ষ,
তোমারই মতো শক্তিমান, হৃদয়বান,
মহত্তম যুদ্ধে, শত্রুর পক্ষে অসহন—
ভরতবংশের সেই প্রথম পার্থ, যার নাম—

(হঠাৎ থেমে, উচ্ছ্বসিত স্বরে)

কর্ণ, পুত্র আমার!

[কুন্তী হাত বাড়িয়ে কর্ণকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু কর্ণ সরে গেলেন পিছনে।]

আপনার পুত্রসম্বোধনে কৃতার্থ আমি, দেবী —
আমি, অধিরথপুত্র বৈকর্তন, রাধার সন্তান।

কুন্তী

(কোমল স্বরে)

না — না — না!
আর অন্ধ থেকো না, কর্ণ, চিনতে শেখো নিজেকে,
আমার কাছে জেনে নাও তোমার আত্মপরিচয় —
এই আমি :
যার গর্ভ ছিলো তোমার প্রথম মর্ত্যলোক,
যার ভুক্ত অন্ন প্রথম পথ্য ছিলো তোমার,
যার প্রাণবায়ুতে তুমি প্রথম নিশ্বাস নিয়েছিলে —
শোনো আজ তার মুখ থেকে, বিদ্ধ ক'রে নাও হৃদয়ে :
তুমি কুন্তীপুত্র, তুমি সূর্যের সন্তান।

[কর্ণ কুন্তীর চোখে চোখ রাখলেন, কিছু বললেন না।]

নীরব কেন, কর্ণ? ভাবছো এ-কথা অবিশ্বাস্য?
না কি বিস্ময়ে রুদ্ধ তোমার কণ্ঠস্বর?

কর্ণ

(উন্মনভাবে, স্বগতোক্তির ধরনে)

কবে, তা মনে পড়ে না,
কার মুখ থেকে, মনে পড়ে না,

কোনো কল্পনার কম্পন হয়তো, কোনো দূরশ্রুত প্রবাদ,
কোনো গহন স্বপ্নে অতর্কিতে যা ভেসে ওঠে,
জন্মান্তরের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট—
আমি শুনেছিলাম, ভুলেছিলাম, ভেবেছিলাম,
ভুলে যেতে-যেতে ভুলতে পারিনি,
মেনে নিতে-নিতে মানতে পারিনি
রাজকন্যা কুন্তী আমার জন্মদাত্রী,
আমার পিতা সূর্যদেব।
—কিন্তু এ কি সত্য হ'তে পারে?

কুন্তী

(ব্যগ্র স্বরে)

তুমি জানতে? তুমি আগেই জানতে? তাহ'লে দূরে ছিলে কেন এতদিন?
যদি স্বপ্নে তোমাকে ধরা দিয়েছিলো সত্য, তাহ'লে স্বগৃহে কেন ফিরে আসোনি?

কর্ণ

আমার স্বগৃহ? তা কোথায়?

(ক্ষণকাল পরে, ভিন্ন সুরে)

—কিন্তু কে নয়,
কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে? যা-কিছু আছে সপ্রাণ,

তৃণ, বৃক্ষ, জন্তু, মানুষ—যারা পরস্পরকে আহার ক'রে
বংশপরম্পরা বেঁচে থাকে, জন্ম-জন্মান্তরে বর্ধিত হয়—
সূর্য তাদের সকলেরই পিতা, সকলেরই প্রতিপালক।
পশুর মলজাত যে-কীট, সেও তো সূর্যের সন্তান।

(কীট ফেলে)

হয়তো সেই অর্থেই—আমি।

কুন্তী

একমাত্র মা জানেন তাঁর সন্তান কে,
একমাত্র মা জানেন তাঁর সন্তানের পিতা কে,
তাই মাতৃবাক্য অবশ্যমান্য। এ-কথা মূর্খেও বোঝে।
আর, কর্ণ, তুমি বিদ্বান।

কর্ণ

(কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে)

না—আমি বিশ্বাস করি না!
এ কি সম্ভব যে সূর্যের তেজঃপুঞ্জকে
কখনো সহ্য করতে পেরেছিলেন কোনো মানবী—
এমনকি দীপ্তিময়ী কুন্তী?

কুন্তী

কর্ণ, তাহ'লে সব শোনো।
কুমারী আমি তখন, সদ্যযৌবনা—বালিকার মতো চঞ্চল,
চিন্তাহীন।

প্রথম পার্থ

একবার দুর্বাসা অতিথি হলেন আমার পিতৃগৃহে। আমি
তাঁর সেবা করলাম।
আমার যত্নে তুষ্ট হয়ে তিনি বর দিলেন আমাকে,
শেখালেন একটি অতি গূঢ় আহ্বানমন্ত্র, যার উচ্চারণে
আকৃষ্ট হবেন দেবতারা, আমার কাছে, আমার পুত্রের
জন্মের জন্য।
দুর্বাসা আমাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন :
'কন্যাবস্থায় কখনো এই মন্ত্র বোলো না,
রাজবধূ হ'য়েও কখনো বোলো না—পতি যদি আজ্ঞা
না দেন।'
ঋষি তিনি, অগ্রিম জেনেছিলেন আমার ভবিষ্যৎ,
তাই দিয়েছিলেন বর, যাতে পাণ্ডুর বংশলোপ না ঘটে।
কিন্তু আমি, সদাতরুণী, প্রায় বালিকা,
আমার কৌতূহল হ'লো জানতে
সত্য কিনা মহর্ষির বর, আমি যোগ্য কিনা দেবতার দৃষ্টির।
—আমি ভক্ত ছিলাম দেবতাদের, ভালোবাসতাম তাঁদের কথা
ভাবতে।
সেই রাত্রে আমি ছিলাম স্নাতা—
যৌবনে তখনও অনভ্যস্ত, কিন্তু দেহে-মনে উৎসুক,
কোনো-এক অজ্ঞাতপূর্ব মধুর জন্য অপেক্ষমাণ।
আমি জপ করলাম সেই মন্ত্র—সূর্যদেবের উদ্দেশে।
রাত কেটে গেলো অস্থির,
আধো ঘুমে, আধো জাগরণে—চঞ্চল মোহমুগ্ধ।
কখনো ঘরের মধ্যে ঝড় ব'য়ে যায়,
কখনো চমক দেয় বিদ্যুৎ, বিরাট শব্দে বজ্র ডেকে ওঠে,
কখনো ভেসে আসে তীক্ষ্ণ কোনো সুগন্ধ,
কখনো নামে মর্মভেদী রাগিণী।

আর তারপর যখন দিনের উন্মেষে শিউরে উঠছে আকাশ
তখন আদিত্য, পূষণ, দিনমণি,
তরুণ সম্রাটের মতো সূর্যদেব
প্রেরণ করলেন আমার অন্তঃস্থলে তাঁর দৃষ্টি—একটি
কোমলতম রশ্মিরেখা—
অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো। নামলো গভীর নিদ্রা আমার
চেতনায়।
জেগে উঠে বুঝলাম, আমি অন্তঃসত্ত্বা।
আমার সেই পুত্র— তুমি!

কর্ণ

(আবেগের সঙ্গে)

মা! আমার মা!
আমার ঘুমের মধ্যে লুকোনো এক স্বপ্ন,
আমার স্বপ্নের মধ্যে গোপন এক সত্তার—
আজ মূর্ত আমার চোখের সামনে!

কুন্তী

ডাক, আর-একবার মা বলে ডাক আমাকে,
আগে কখনো শুনিনি তোর মুখে, এখন অবিরাম শুনতে চাই।

কর্ণ

(আবিষ্টভাবে)

মাতা আর পুত্র, কুন্তী আর কর্ণ।
কর্ণ আর কুন্তী, পুত্র আর মাতা।
দাঁড়াও, দেখি তোমাকে, তোমার মুখশ্রী এঁকে রাখি আমার স্মরণে,

যাতে কখনো দর্পণে তাকিয়ে বলতে পারি :
'এই চক্ষু কুন্তীর, এই ওষ্ঠ কুন্তীর,
এই দেহকে রচনা করেছিলেন কুন্তী — তিলে-তিলে, অন্ধকারে।'
কী আশ্চর্য ভ্রূণের সঙ্গে গর্ভধারিণীর সম্বন্ধ :
এক দেহে দুই প্রাণ, দুই দেহে এক অনুভূতি,
যেন জগতের মধ্যে অন্য এক জগৎ —
দুর্গের চেয়েও নির্বিঘ্ন, স্বর্গের চেয়েও তৃপ্তিকর।
আমার জন্ম নেবার কোনো কারণ ছিলো না, কিন্তু কোনো-এক
নারী চেয়েছে মাতৃত্ব, পেয়েছে দেহে-মনে দৈব প্রেরণা —
তাই আমার জন্ম।
আমার মনে হয় মাতা একাই সন্তানের জন্ম দেন,
আমার-মনে হয় আমরা সকলেই কুমারীর সন্তান —
পিতা শুধু উপলক্ষ — গোত্রচিহ্ন।
মা, তুমি —
যাঁর গর্ভ ছিলো আমার প্রথম মর্ত্যলোক,
যাঁর দেহের নির্যাস ছিলো আমার প্রথম পথ্য,
যাঁর প্রাণবায়ুতে আমি প্রথম নিশ্বাস নিয়েছিলাম,
সেই তুমি—

(হঠাৎ থেমে, ভিন্ন সুরে)

কিন্তু তারপর? আমার জন্মের পর?
কোথায় তুমি ছিলে তখন — আর কোথায় আমি?

কুন্তী

সবচেয়ে কঠিন এই প্রশ্ন, কিন্তু আমি প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি;
এর উত্তর সবচেয়ে কষ্টের, তাই সংক্ষেপে বলবো।

কর্ণ,
আমি তখন অনূঢ়া, তাই লজ্জায়, কলঙ্কের ভয়ে,
তোমাকে মূল্যবান বসনে ঢেকে, একটি ভাসমান মঞ্জুষাপাত্রে
গঙ্গার বুকে অর্পণ করেছিলাম।

কর্ণ

(চমকে ওঠে)

আমাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।

কুন্তী

কালস্রোত, কর্ণ, আমি তোমাকে কালস্রোতে ভাসিয়েছিলাম,
যাতে সেই স্রোতে বাহিত হয় তোমার খ্যাতি
যুগ থেকে যুগান্তরে, দূর থেকে দূরান্তর পর্যন্ত।
যার জন্ম সূর্যের বীজে, আমি জানতাম সে নির্ধারিত বীর,
অকালে সে বিনষ্ট হ'তে পারে না!

কর্ণ

সূর্যের বীজে — অনূঢ়ার গর্ভে —
লজ্জিতা মাতার পরিত্যক্ত সন্তান!

কুন্তী

মাতার দেহ পরিত্যাগ করে প্রত্যেকে —
সেটা জন্মারই বিধান।
কিন্তু মাতার হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামী
ধ্বনিত হয় নিরন্তর — নিরন্তর।

কর্ণ

সেই নিঃশব্দতা কেন ঘুচিয়ে দিলে, পাণ্ডুপত্নী?
কেন রাখলে না চিরকাল অন্তরাল?
তুমি লজ্জা পেলে না, নতুন ক'রে লজ্জা পেলে না
আজ আমার সামনে এসে দাঁড়াতে, আমাকে পুত্র ব'লে ডাকতে?

কুন্তী

কর্ণ, আরো বলো!
আমাকে আঘাত করো, ধিক্কার দাও!
শুনতে-শুনতে নির্বাপিত হোক আমার মনস্তাপ,
আমার চোখ ফেটে নেমে আসুক কান্না,
আমার চোখের জলে হোক তোমার অভিষেক।

[কুন্তী কর্ণের দিকে এগিয়ে গেলেন।]

কর্ণ, আমার কাছে আয়। আমাকে তোর স্পর্শ দে।

কর্ণ

(স'রে গিয়ে)

অর্জুনমাতা পৃথা, আপনি আমার শ্রদ্ধার পাত্রী।
যদি দুর্বাক্য বলে থাকি, মার্জনা করবেন।

প্রথম পার্থ

কুন্তী

(তীব্র স্বরে)

প্রত্যাখ্যান!—
আমি অপরাধিনী, তাই?
অপরাধের কি ক্ষমা নেই?
পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই?
নেই মিনতির কোনো উত্তর, বেদনায় কোনো শুশ্রূষা?
আর তারা কি তবে ভ্রান্ত, যারা বলে
কেউ নেই কর্ণের মতো মহাপ্রাণ?

কর্ণ

বেদনা—মনস্তাপ—প্রায়শ্চিত্ত : সব অর্থহীন এখন।
কালস্রোত আমাকে অনেক দূরে টেনে এনেছে।
তুমি আছো তীরে, আমি এখনো ভাসমান—
হাত বাড়ালেও স্পর্শ পাবো না।

কুন্তী

ভুল, কর্ণ, ভুল! আমি এসেছি দূতী হয়ে আজ
অতীত থেকে বর্তমানে, তমিস্রা থেকে উজ্জ্বলতায়।
জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব তুমি ফিরে এসো তোমার জন্মসূত্রে যুক্ত হও।
গ্রহণ করো তোমার উত্তরাধিকার, বেরিয়ে এসো ছদ্মবেশ থেকে
সত্যে।
আজ ইন্দ্রপ্রস্থ তোমাকে চায়, কর্ণ, হস্তিনাপুর তোমাকে চায়।
এই সংকটকালে, আমাদের রাষ্ট্র যখন টলমান,
আর ভরতবংশের ভবিষ্যৎ সংশয়ময়,

তুমি কি তখনও মুখ ফিরিয়ে থাকবে, কর্ণ,
দুর্যোধনের ক্ষুদ্র সামন্ত হ'য়ে—
শূন্য রাখবে সেই অধিপতির পদ, যা তোমারই প্রাপ্য?

কর্ণ

তাহ'লে ··· এই আপনার অভীষ্ট? পাণ্ডবের শ্রীবৃদ্ধি?
অর্জুনের আয়ু?
সেইজন্যই এই পরিত্যক্ত পুত্রকে আজ
মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করলেন?

কুন্তী

আমি কিছু গোপন করবো না, আমার গোপনীয় কোনো
কথা নেই।
কোনো দ্বিধা নেই বলতে--দুর্যোধন দুরাত্মা,
আর পাণ্ডবেরা সাধু ও উৎকণ্ঠিত
কেননা সেটাই সত্য--আমি জানি। অনেকেই জানে।
আমার বিশ্বাস পাণ্ডবের হিতের জন্য যে সচেষ্ট
তাদেই কাম্য এই রাষ্ট্রের উন্নতি, কুরুবংশের মঙ্গল।
আমার মনে হয় যখন যুদ্ধের শঙ্খনাদ
যে কোনো মুহূর্তে বেজে উঠতে পারে
কেরল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতবর্ষে,
তখন আমারও কিছু কর্তব্য আছে,
আমি, ব্যাসের পুত্রবধূ, কৃষ্ণের পিতৃস্বসা।
কিন্তু তোমার কাছে আমি কর্তব্যবোধে আসিনি, কর্ণ,
এসেছি রক্তের টানে, হৃদয়ের আহ্বানে।

কর্ণ

রক্তের টানে, হৃদয়ের আজ্ঞায়।
তাহ'লে শুনুন আমার ক্ষুদ্র একটি কাহিনী :
সেদিন রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনীতে
উপস্থিত ছিলেন নানা দেশের অমাত্য, হস্তিনাপুরের
আবালবৃদ্ধবনিতা।
আমি ছিলাম অন্যতম প্রতিযোগী। কৃপাচার্য আমার বংশপরিচয়
জিজ্ঞাসা করলেন,
আমার উত্তর শুনে হেসে উঠলেন অভিজাতবর্গ।
আমি বেরিয়ে এলাম লক্ষ চোখের তলা দিয়ে,
বিনা পরীক্ষায় পরাস্ত — অপমানিত —
আমি, কুন্তীর প্রথম সন্তান!
হয়তো ভীষ্ম তা ভুলে গেছেন, যিনি আপনাদের পূজ্য,
হয়তো দ্রোণ তা ভুলে গেছেন, যিনি কুরুপাণ্ডবের গুরু,
কিন্তু — আমি ভুলিনি।

কুন্তী

আমিও ভুলিনি সেই মুহূর্ত
যখন তুমি সিংহের মতো প্রবেশ করলে মণ্ডপে,
আর চারদিকে গুঞ্জন উঠলো — 'কর্ণ, ইনি কর্ণ।'
আমি দেখছি তোমার দৃপ্ত সবল পদক্ষেপ, তোমার গরীয়ান
মুখশ্রী;
আমি ঈর্ষা করছি সূতপত্নী রাধাকে, যার বক্ষে তুমি দীর্ঘাকার;
আমি ধন্য মানছি নিজেকে, যেহেতু আমি তোমার উৎসমুখ —
আমার দৃষ্টি হ'লো নন্দিত, আমার হৃদয় স্পন্দিত হ'লো।
আর তারপর দেখি, তুমি আর অর্জুন দাঁড়িয়েছো
মুখোমুখি অস্ত্র হাতে নিয়ে,

দুই নবযুবক — দু-জনেই কান্তিমান, শক্তিশালী,
সূর্যদেবের রৌদ্র তোমার মুখে, অর্জুনের মুখে ইন্দ্রনীল ছায়া —
অন্য নারীদের নয়নমোহন সেই দৃশ্য — আর আমার পক্ষে ভীষণ।
ওরা কি অস্ত্রাঘাত করবে পরস্পরকে?
আমাকে দেখতে হবে পুত্রের হাতে পুত্রের রক্তপাত?
কেঁপে উঠলো আমার সর্বাঙ্গ, আমার চক্ষু হলো বাষ্পাকুল,
আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম।

কর্ণ

কিন্তু তবু আপনি নীরব ছিলেন, রাজপত্নী।
একমাত্র মা জানেন সন্তানের মাতা কে,
একমাত্র মা জানেন সন্তানের পিতা কে।
কিন্তু আপনি নীরব ছিলেন।

কুন্তী

তখনও সময় আসেনি, কর্ণ।
আমার দুই পুত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধা হলো
সেটুকুই তখন ভাগ্য বলে মেনেছিলাম।

কর্ণ

বাধিত — বাধাপ্রাপ্ত — তবু কি নির্দিষ্ট নয়, অনিবার্য নয়
আপনার দুই পুত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধ?

কুন্তী

সম্ভব নিশ্চয়ই, কিন্তু অনিবার্য নয়।
আমি কুলনারী, তবু কী করে সহ্য করি এই চিন্তা —
আমার দুই পুত্র আজ পরস্পরের শত্রু
অকারণে — অজ্ঞতাবশত — দুই অভিশপ্ত দুর্ভাগার মতো?

আমারই ত্রুটি। তার সংশোধন আমি চাই এখন।
তুমি আমার সহায় হও, কর্ণ।
আমাকে ভাবতে দাও, বলতে দাও, বুঝতে দাও
যে অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠিরের মতোই –
কর্ণ, তুমি আমার, তুমি আমার।

[কুন্তী আবার এগিয়ে এলেন কর্ণের দিকে। কর্ণ পিছনে সরে গেলেন।]

কর্ণ

(নিস্তাপ স্বরে)

ক্ষমা করবেন। আমি কারোরই নই। কাউকে আমি আমার ব'লে ভাবি না।
আমি বিশুদ্ধভাবে আমি। তাছাড়া আর-কিছু নয়।

[দুই বৃদ্ধ অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন।]

প্রথম বৃদ্ধ

আমরা একটা কথা বলতে পারি কি?
কুন্তী এক আশ্চর্য বার্তা শোনালেন — কিন্তু আশ্চর্য নয়;
মহাবল কর্ণের পক্ষে যোগ্য এই জন্মকথা।
কর্ণ, শুনুন।
কুন্তী দেবী সত্য বলেছেন, ধর্মত পাণ্ডু আপনার পিতা,
আপনি কুন্তীর কানীন পুত্র, তাই পাণ্ডুর আত্মজ ব'লে গণ্য —
শাস্ত্রে তা-ই বলে।
আপনি তো জানেন যাঁরা পঞ্চপাণ্ডব নামে বিশ্রুত
তাঁরাও পাণ্ডুর ঔরসজাত নন।

আপনি তাঁদের পরমাত্মীয়, তাঁরা আপনার স্বভাববন্ধু,
আপনি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হোন,
আমার মনে হয় দেবগণের তা-ই অভিপ্রায়।

কর্ণ

আমি শাস্ত্র মানি না : আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব।
যদি পাণ্ডবেরা আমার ভ্রাতা হন, তবে কৌরবেরাও তা-ই।
যদি মনু হন আদিপিতা, আমার ভাই তবে সর্বমানব।

কুন্তী

জ্ঞানীর মতো কথা বলেছো, কর্ণ, কিন্তু মনুবংশের এই ভ্রাতৃত্ব
কেউ-কেউ সশ্রদ্ধভাবে মেনে নেয়, অনেকে লঙ্ঘন করে সদর্পে।
কর্ণ, তোমার নিয়তি আজ দুই পথে বিভক্ত :
একদিকে পঞ্চপাণ্ডব, তাঁদের পুত্রেরা ও সুহৃদবর্গ,
সকলেই সচ্চরিত্র, নিষ্কলুষ।
অন্য দিকে শকুনির শাঠ্য, দুঃশাসনের হিংস্রতা,
আর পরস্বাপহারী পাপিষ্ঠ দুর্যোধন।
আজ তোমাকে বেছে নিতে হবে :
ধর্ম, অথবা অধর্ম—সত্য, অথবা ব্যভিচার।

কর্ণ

দুর্যোধন আতিথ্য দিয়েছেন আমাকে—আমার যোষিত হীন
জন্ম সত্ত্বেও,
আমারও আছে তাঁর প্রতি কর্তব্য—তিনি যেমনই হোন।
আর, আমার জন্মকথা যত না হোক বিস্ময়কর,
রাধা আমার মাতা বলে স্বীকার্য, পিতা অধিরথ—
জগতের কাছে—আমার নিজের কাছেও।
—দেবী, আপনার দর্শন পেয়ে আমি ধন্য। আপনি ফিরে যান।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কর্ণ, আপনি অঙ্গদেশের রাজা, কিন্তু আপনাকে কেউ
রাজা কর্ণ বলে না,
লোকের মুখে আপনার নাম দাতা কর্ণ।
কোনো প্রার্থীকে আপনি ফিরিয়ে দেন না কখনো,
আপনার উদারতায় ইন্দ্রও প্রশ্রয় পেয়েছে।
আর সেই আপনি
আজ কুন্তীর মনোবাঞ্ছা কি অপূর্ণ রাখবেন
যাঁর আবেদন যুক্তিযুক্ত -- ও মর্মস্পর্শী ?
তিনি আপনার মাতা বলে আমরা পক্ষপাতী নই,
তাঁর বাক্য মঙ্গলজনক বলেই মানা।

কর্ণ

অবজ্ঞায় বেঁচে থাকা দুঃখের। সম্মান সর্বদাই কাম্য।
আমি ক্ষত্রিয়ের সংস্কার পাইনি। কিন্তু অর্জন করেছি
দুর্যোধনের কাছে ক্ষত্রিয়ের অধিকার।

কুন্তী

কর্ণ, আমি মানি তুমি বঞ্চিত ছিলে এতদিন
যেমন আমিও ছিলাম পুত্রবতী হয়েও পুত্রহীনা।
কিন্তু ক্ষতিপূরণ সম্ভব, ঋণমুক্তির সম্ভব,
বিচ্ছেদের পরে পুনর্মিলন মধুর।
কর্ণ, ফিরে এসো। এসো তোমার মাতৃহৃদয়ের স্বরাজ্যে,
এসো তোমার স্বাভাবিক সাম্রাজ্যে, সিংহাসনে :
যেখানে তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে চামর দোলাবেন যুধিষ্ঠির,
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধারণ করবেন,
নিত্য তোমার অনুগামী হবেন অর্জুন,

আর ষষ্ঠ কালে, আমার অনুমতি নিয়ে, রত্নে মালো
ভূষিত হ'য়ে
তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন দ্রৌপদী।

কর্ণ

দ্রৌপদী! ঐ নাম আমার পক্ষে যন্ত্রণা!
যন্ত্রণা সেই স্মৃতি, যেদিন দ্রুপদকন্যার স্বয়ংবরসভা থেকে
অনেক রাজা ও রাজপুত্রের বিদ্রূপে যেন নির্বিদ্ধ,
আমাকে ফিরিয়ে আসতে হ'লো নতমুখে, নিঃশব্দে —
বিনা বিচারে অবমানিত, বিনা পরীক্ষায় ব্যর্থকাম —
এই আমি, যাকে আপনি আজ বলছেন আপনার
প্রথম সন্তান।

কুন্তী

পুত্র, আমি বুঝি তোমার বেদনা।
আমি জানি, স্বয়ংবরসভায় ভ্রষ্ট হ'লো না তোমার পণ,
জানি, তুমি দ্রৌপদীর যোগ্য ছিলে, হয়তো যোগ্যতম।
তাই বলি, চলো আমার সঙ্গে, গ্রহণ করো তোমার
কাঙ্ক্ষিতা নারীকে;
পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী পাঞ্চালী — কর্ণ, তোমারও ভার্যা।

কর্ণ

'ধর্মত'! 'ধর্মত'! আর শুনতে চাই না 'ধর্মত'।
আমি চেয়েছিলাম জয় করতে দ্রৌপদীকে — নিজের জন্য —
একান্তভাবে —
কিন্তু পারিনি — আমার শক্তির অভাবে নয়, আপনার ধর্ম
সুপ্ত ছিলো বলে।

আর আজ আমাকে কণ্ঠাংশে তার পতি হ'তে বলছেন?
—না!
আমার কাম্য নয় কোনো নারী—কোনো রাজত্ব—
যা বিনা চেষ্টায় জন্মসূত্রে প্রাপণীয়,
আমার গ্রাহ্য নয় অনর্জিত কোনো উত্তরাধিকার।
পাঞ্চালী সুখে থাকুন। আপনার মঙ্গল হোক। আপনি ফিরে যান।

প্রথম বৃদ্ধ

রাজত্বে আপনি লুব্ধ নন, কর্ণ, ভোগে আপনি নিস্পৃহ,
আমরা আপনাকে সাধুবাদ জানাই।
কিন্তু সেই সঙ্গে মিনতি ক'রে বলি—
কুন্তীকে আপনি বিমুখ করবেন না।
যদি সত্য হয় আপনার 'দাতা কর্ণ' পদবি,
সত্য হয় দরিদ্রের প্রতি আপনার দয়া,
অন্তত যোগ দিন ভীষ্ম, বিদুর, কৃষ্ণের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায়,
এমন উপায় করুন যাতে যুদ্ধ না হয়,
এমন উপায় করুন যাতে নষ্ট না হয় শান্তি।

কুন্তী

(ঈষৎ তীব্র স্বরে)

আপনি ব্রাহ্মণোচিত বাক্য বলেছেন, কিন্তু পারবেন কি
দুর্যোধনের ঈর্ষানল নিবিয়ে দিতে
যোগবলে বা মন্ত্রবলে?
দুর্মদ সে, বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র ভূমি দেবে না।
তবে কি শান্তিরক্ষার জন্য পঞ্চপাণ্ডবকে
ভিক্ষান্ন খেয়ে বাঁচতে হবে চিরকাল?

যুদ্ধ ভালো নয়, যুদ্ধ ভালো : দুটোই সমান সত্য,
স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে।
অহিংসা উত্তম ধর্ম, যদি সকলেই তা মেনে চলে — নচেৎ নয়।

কিন্তু আমার ভয়, আমার ভয়
যদি যুদ্ধ হয়
ফলাফল তার যা-ই হোক,
যদি রাজলক্ষ্মীকে পাণ্ডবেরাই জয় করেন---
তবু হয়তো হত্যা
ভ্রাতার হাতে ভ্রাতার—
দুই সহোদর, আমার দুই পুত্র
মুখোমুখি, অস্ত্র হাতে নিয়ে,
দুরন্ত সংগ্রাম, বীভৎস হত্যা,
আমার পক্ষে ভীষণ— আর্তিময়--মর্মান্তিক।

কর্ণ

(কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে)

'ভীষণ'— 'আর্তিময়' — মর্মান্তিক'?
— দেবী কুন্তী, আপনি কি শুনতে পান না আপনার ধমনীর মধ্যে
ক্ষত্রশোণিতের প্রতিবাদ?
আপনার জয়ধ্বজ পূর্বপুরুষের প্রতিবাদ?
আপনি কি নন তেমনি এক অসামান্যা
যিনি পুত্রকে দেখতে চান রণক্ষেত্রে রক্তাক্ত,
যিনি চান বীর পুত্রের যথাযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী—
যথাযোগ্য, সমকক্ষ—যেমন কর্ণ আর অর্জুন?

আর যুদ্ধের পরে কখনো যদি আপনি মনে-মনে বলেন
'বীর কর্ণের জননী আমি—'
সেই আমার সার্থকতা, জানবেন।

কুন্তী

তুমি আমাকে উপেক্ষা করলে, কর্ণ, আমি যাই।
যাবার আগে একটি কথা শুধু :
সম্ভব কি নয়, সব সত্ত্বেও সম্ভব কি নয়
যুদ্ধের পরে আমার কাছে ফিরে আসবে তুমি
তোমার পঞ্চভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে— সানন্দে ?
যদি রাজ্য নিতে না চাও, নিয়ো না,
ইচ্ছে না হয় গ্রহণ কোরো না পাঞ্চালীকে,
কিন্তু আমি, তোমার অনুতপ্তা মাতা—
শুধু রাজ্ঞী নই, শুধু নেত্রী নই, এক নারী—
আমার সান্ত্বনার জন্য তুমি কি ফিরতে পারবে না ?

কর্ণ

(ক্ষণকাল পরে, সস্নেহ সুরে)

মা, আর কথা বোলো না। আমাকে অম্লান মনে বিদায় দাও।
জেনো, তুমি অপরাধী নও আমার কাছে,
জেনো, আমার কোনো দুঃখ নেই।
আমার সুন্দর স্বপ্ন হ'য়ে থাকবে তুমি,
যতদিন এই দেহে আছে নিশ্বাস।

কুন্তী

স্বপ্ন, কর্ণ ? শুধু স্বপ্ন ?

কর্ণ

আর কয়েকটা দিন, কয়েক বৎসর—
তারপর আমরা,
কুন্তী, কর্ণ, অর্জুন—
আমরা হ'য়ে যাবো
মেঘাচ্ছন্ন উষার মতো ধূসর
এক স্বপ্ন,
তন্দ্রার ঘোরে অর্ধশ্রুত কোনো ধ্বনির মতো
এক মর্মর—
সেই সব অন্য লোকেদের মনের মধ্যে,
যারা এখনো জন্ম নেয়নি।

(এগিয়ে এসে, কুন্তীকে আলিঙ্গন ক'রে)

মা, এসো আমরা সেই স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করি,
তুমি তোমার স্বস্থানে, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে,
আর আমি, আমার নির্জনতায়।

কুন্তী

(দীর্ঘশ্বাস ফেলে)

জানি না তোকে আবার দেখবো কিনা। জানি না আমাদের ভবিতব্য কী।

[কুন্তী ধীর চরণে বেরিয়ে গেলেন। কর্ণ আবার ছায়াচ্ছন্ন।]

প্রথম পার্থ

প্রথম বৃদ্ধ

ছায়া দীর্ঘতর,
রৌদ্রে লাগে অপরাহ্নের হলুদ
এখনো মীমাংসা হলো না।
কুন্তী আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে গেছেন,
নয়তো আমি এই বৃদ্ধ চরণে যতদূর সম্ভব সত্বর
ছুটে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলতাম, কর্ণ আপনার সহোদর, আপনার
অগ্রজ।
বার্তা শুনে ধর্মরাজ এসে পায়ে পড়তেন কর্ণের,
অর্জুন নম্র হতেন ক্ষমাপ্রার্থনায়,
দুর্যোধনের বুকে জাগতো রস
সব সুখের হাহা।
কুন্তী কি বলবেন যুধিষ্ঠিরকে? কর্ণের মন কি টলবে?
এখনো কিছু ঘটতে পারে না, যাতে কুরুকুল রক্ষা পায়?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কে যেন আসছেন এদিকে
মন্থর পায়ে, সতর্ক ভাবে, রাজপথ ছেড়ে বনপথের মধ্য দিয়ে,
নীলবসনা, শ্যামাঙ্গী কাঠিন্যময়ী।
আমার দৃষ্টি এখন ক্ষীণ, কিন্তু বাতাস পাচ্ছি সুঘ্রাণ।
কে হতে পারেন এই পদ্মগন্ধা নারী—একজন ছাড়া?
একজন ছাড়া আর কে আছেন
এমন চিত্তহারিণী, তাঁকে দেখলে
ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধেরও বুক কেঁপে ওঠে, অঙ্গনারাও নিষ্পলকে
তাকান?

প্রথম পার্থ

প্রথম বৃদ্ধ

আমি দেখতে পাচ্ছি সেই অলোকলক্ষণাকে —
কৃশা নন, স্থূলাঙ্গী নন, নন অতিকৃষ্ণা বা রক্তবর্ণা,
তেজস্বিনী সুভাষিণী রমণীরত্ন,
যাঁকে অর্জন করেছিলেন অর্জুন, আর ধর্মরাজ পণ রেখেছিলেন —
সেই আমাদের দুঃখের আরম্ভ।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কিন্তু এর অর্থ কী? যাজ্ঞসেনী কেন এখানে?

প্রথম বৃদ্ধ

অপেক্ষা করা যাক। হয়তো তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

[দ্রৌপদীর প্রবেশ।]

দ্রৌপদী

বৃদ্ধেরা, আমি শুনেছি কর্ণ এখন অধিরথ। তা কি সত্য?

প্রথম বৃদ্ধ

মনস্বিনী পাঞ্চালী, আপনি যথার্থই এসেছেন।

দ্রৌপদী

আপনারা দেখেছেন তাঁকে? তিনি একা আছেন, না সঙ্গীপরিবৃত?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

এ-মুহূর্তে একা। আপনি কি তাঁর সাক্ষাৎ চান?

দ্রৌপদী

আপনাদের মুখে বিস্ময় দেখতে পাচ্ছি,
আমারও মন দুই খণ্ডে বিভক্ত।
পথের মধ্যে অনেকবার আমার পা থেমে গেছে—
অনেক বাধা, অনেক দ্বিধা।
কখনো ভেবেছি ফিরে যাই। কখনো ভেবেছি অনুচিত এই যাত্রা।
কিন্তু আমি অদৃষ্টবাদী নই। আমি আস্থা রাখি চেষ্টায়।
তবু কুণ্ঠা কাটানো সহজ নয় আমার পক্ষে,
কেননা কর্ণকে
আমি আগে দুবার মাত্র চোখে দেখেছি,
অথচ অদ্ভুতভাবে তিনি আমার পরিচিত।
আমার শত্রুদের তিনি সুহৃদ, আমি তাঁর বৈরীপত্নী—
সম্পর্কটা সুখের নয়।
শুনেছি তিনি মহানুভব, কিন্তু আমি তাঁকে ঘৃণা ব'লে জানি।
এখন আপনাদের জিজ্ঞাসা করি : আপনাদের কী ধারণা?
কর্ণ কি কুরমতি দুঃশীল? না কি আপনারা তাঁকে শ্রদ্ধেয় বলেন?

প্রথম বৃদ্ধ

দীনেরা তাঁর ভক্ত, আর্তের তিনি বন্ধু।

দ্রৌপদী

(তীব্র স্বরে)

কিন্তু আপনারা কি শোনেননি যে দ্যূতসভায়
আমার সেই অকথ্য, অকল্পনীয় অপমানের মুহূর্তে
আমার ক্রন্দনময় বিলাপ শুনে কর্ণ

হেসে উঠে বলেছিলো, 'যে-নারীকে পঞ্চস্বামীও রক্ষা করতে
পারে না,
সে দাসী ছাড়া আর কী?'

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

দ্রুপদকন্যা, যদি অপরাধ না নেন বলি,
অন্য এক কাহিনীও আমরা শুনেছি।
আপনার স্বয়ংবরসভায় কর্ণের
প্রত্যাখ্যান। যজ্ঞভূমি থেকে কুক্কুরের মতো
প্রত্যাখ্যান। অযোগ্য ব'লে নয়, অন্ত্যজ ব'লে।
অন্যায় থেকে অন্যায়ের জন্ম — আশ্চর্যতীত নয়।

দ্রৌপদী

(তীব্র স্বরে)

আপনারা ব্রাহ্মণ হ'য়ে বলবেন যে রাজকন্যার
প্রার্থী হ'তে পারে কোনো সূতপুত্র!

প্রথম বৃদ্ধ

কত অদ্ভুত জন্ম হয়, পাণ্ডবজায়া :
আপনার যেমন যজ্ঞাগ্নি থেকে,
যেমন শরবনে দেবসেনাপতির।
তেমনি হয়তো —

[দ্বিতীয় বৃদ্ধ ইঙ্গিত করলেন। প্রথম বৃদ্ধ কথা শেষ করলেন না।]

দ্রৌপদী

মনে হয় আরো কিছু বক্তব্য ছিলো আপনার?

প্রথম বৃদ্ধ

আমার বক্তব্য সরল।
বর্ণভেদ যদি ব্রহ্মার বিধান,
দ্রোণ হবে ক্ষত্রিয়, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ।
কর্ণের বংশপরিচয় যা-ই হোক, ব্যবহারে তিনি বীর।

দ্রৌপদী

কর্ণের হীনজন্ম প্রমাণ হয়ে গেছে দ্যূতসভায়
দুর্নীতি ধনুর্ধর ক্ষত্রিয়ের পদবাচ্য নয়।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কিন্তু দ্যূতসভায় আপনাকে যাঁরা নির্যাতন করেন
তাঁরা ধার্তরাষ্ট্র, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। আর সেই দৃশ্য দেখে
আচার্য দ্রোণ ছিলেন নিঃশব্দ। ধৃতরাষ্ট্র ততোধিক নিঃশব্দ।
আর মহাত্মা ভীষ্ম বলেছিলেন, ধর্মের গতি সূক্ষ্ম!
কারো মুখে প্রতিবাদ ফোটেনি। তা-ই শুনেছি আমরা।

দ্রৌপদী

তাঁরা নিঃশব্দ ছিলেন বেদনায়। কর্ণ নির্যাতনে মত্ত হেসেছিলো।

প্রথম বৃদ্ধ

জনশ্রুতি এই : ভীমসেন স্বয়ং
যুধিষ্ঠিরের মুখ দগ্ধ করতে চেয়েছিলেন।
এ যদি সত্য হয়, কর্ণ কেন দস্যু?
দেবী, মানুষের মনোভাব অনেক, প্রকাশভঙ্গি স্বল্প।
হয়তো আপনার সেই আর্তির মুহূর্তে
যখন পাণ্ডবেরা ছিলেন পুত্তলির মতো নিস্পন্দ,

আর প্রাচীনেরা বাক্‌শক্তিরহিত,
তখন কর্ণই প্রথম
ধিক্কারে উন্মুখর হয়েছিলেন।

দ্রৌপদী

কাকে ধিক্কার? আমার প্রতারিত পঞ্চস্বামীকে?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কে জানে কর্ণের উক্তির উৎস কী ছিলো,
আক্রোশ, না বেদনা—ঈর্ষা, না মনস্তাপ।

প্রথম বৃদ্ধ

পাঞ্চালী, আমার নিবেদন শুনুন।
নির্দোষ কোনো মানুষ নেই জগতে,
মানবরূপী দেবতারও আছে কলঙ্কচিহ্ন।
বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র
অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছিলেন বালীকে।
স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র
অহল্যাকে ধর্ষণ ক'রে অভিশপ্ত হন।
আমরা তাঁকেই শ্রদ্ধেয় বলি, যাঁর স্খলন স্বল্প, সদ্‌গুণ প্রচুর।

দ্রৌপদী

কিন্তু এখনো—
পাণ্ডবের পণরক্ষার পরে
বনবাস, অজ্ঞাতবাসের পরে
যুধিষ্ঠিরের পঞ্চগ্রামপ্রার্থনার পরে
এখনো যিনি দুর্যোধনের মিত্র, তিনি কি সজ্জন হ'তে পারেন?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

যারা সংকটকালে বিদ্রোহ করে, তারা কি ভালো?
হয়তো রাবণভ্রাতা বিভীষণের উত্তরে
ইতিহাসে কর্ণ থাকবেন দৃষ্টান্ত।

দ্রৌপদী

আমারও তাই আশঙ্কা।

প্রথম বৃদ্ধ

(ক্ষণকাল পরে)

আপনার শঙ্কার কারণ—
যুদ্ধ?

দ্রৌপদী

আশঙ্কার একটিমাত্র কারণ হ'তে পারে:
পাণ্ডবের পরাজয়। তা কি সম্ভব?
আমি জানি দুর্যোধনের মিত্রেরাও তাঁর অমিত্র।
ভীষ্ম দ্রোণ যুদ্ধ করবেন কৌরবপক্ষে,
কিন্তু শুধু বাহুবলে, অস্ত্রবলে - মন, প্রাণ, হৃদয় দিয়ে নয়।
তাঁরা ধর্মের পক্ষপাতী, অতএব পাণ্ডবের।
শুনেছি শল্য যোগ দেবেন কৌরবপক্ষে—
মনে হয় খেলাচ্ছলে, কেননা তিনি সতী মাদ্রীর
সহোদর, পাণ্ডবের বিনাশ তাঁর কাম্য হ'তে পারে না।
শুধু কর্ণ আছেন পাণ্ডবের প্রতিশ্রুত শত্রু,
এবং পরাক্রান্ত—শুধু তিনি সর্বান্তঃকরণে
যুদ্ধ করবেন; শুধু তিনি সম্ভবপর বাধা

আমাদের সিন্ধির। তাঁকে আমার ভয়। আর তাই
আমি এসেছি তাঁকে একটি পরামর্শ দিতে
যাতে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু হস্তিনাপুরে
ফিরে পাবে স্বাস্থ্য, জয় হবে সত্যের।
আপনারা বিদ্বান, বিচার ক'রে বলুন—
আমি কি সাক্ষাৎ করবো কর্ণের সঙ্গে, না কি তা অনুচিত হবে?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

যদি আপনার অভীষ্ট এই রাষ্ট্রের কল্যাণ
যদি দ্বন্দ্বের সমাধান আপনার উদ্দেশ্য,
তাহ'লে জানবেন লোকাচার তুচ্ছ, সংকোচ অনর্থক

দ্রৌপদী

আপনাদের কথায় আমি উৎসাহ পেলাম আমার চেষ্টায়।
আমি তাহ'লে এগিয়ে যাই। আপনারা অন্তরালে যান।

[বৃদ্ধেরা অন্তরালে প্রস্থান করেন। পূর্ণ আলোয় উপবিষ্ট কর্ণকে দেখা গেলো। দ্রৌপদী এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।]

দ্রৌপদী

(কোমল স্বরে ডেকে।

কর্ণ!... কর্ণ!

কর্ণ

(মুখ তুলে তাকিয়ে, বিমূঢ়ভাবে।

তুমি... পাঞ্চালী?

দ্রৌপদী

তোমার বিস্ময়ে আমি বিস্মিত নই, কর্ণ,
কেননা লোকে জানে আমি তোমার শত্রু।

(ক্ষণকাল পরে)

হয়তো তুমিও তা-ই ভাবো।

কর্ণ

(ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে, যেন আপন মনে)

দ্রুপদকন্যা!—
যার চিন্তা আমাকে বহু রাত্রি বিনিদ্র রেখেছিলো,
দিনের পর দিন অশান্ত,
অপমানে দগ্ধ, প্রতিশোধস্পৃহায় অস্থির,
আর আকাঙ্ক্ষায় — আকাঙ্ক্ষায় উত্তাল :
নষ্ট আশা,
ব্যর্থ পরিতাপ,
দুর্মর স্মৃতি,
আমার অপহৃত নিষ্পাপ যৌবন —
ভাবিনি সেই তোমাকে আবার চোখে দেখবো।

দ্রৌপদী

(সহজ সুরে)

হঠাৎ ইচ্ছে হ'লো তোমাকে আবার দেখি।

কর্ণ

তোমার ইচ্ছে হ'লো?

দ্রৌপদী

(চারদিকে তাকিয়ে, কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে)

স্নিগ্ধ ছায়া, রৌদ্র কোমল হ'য়ে আসে।
সুন্দর এই বনভূমি।
মাঝে-মাঝে গুঞ্জন — পতঙ্গের,
মাঝে মাঝে মর্মর — পল্লবের।
তাছাড়া আর শব্দ নেই।
সম্ভব নয় কি, কর্ণ, সম্ভব নয় কি
এখানে, এই আকাশের তলে, নির্জনতায়
মুহূর্তের জন্য, কয়েক মুহূর্তের জন্য
তুমি ভুলে যাবে আমি তোমার বৈরীপক্ষ,
আমি ভুলে যাবো তোমার উপর আমার আক্রোশ:
সম্ভব কি নয়, সম্ভব কি নয়
মুহূর্তের জন্য, কয়েক মুহূর্তের জন্য
তোমার আর আমার মধ্যে প্রীতিবিনিময়?

কর্ণ

মধুময় তোমার বাক্য, দ্রৌপদী। কিন্তু দুঃখ এই —
শুধু বনভূমি দিয়ে রচিত নয় পৃথিবী,
শুধু পতঙ্গের গুঞ্জন দিয়ে নয়,
পল্লবের মর্মর দিয়ে নয়।
আছে রাজধানী। প্রাসাদ। আছেন রাজন্যেরা।
আছে চক্রান্ত, সংঘর্ষ, অস্ত্রের ঝঞ্জনা।
মানুষ ভ'রে তোলে তার জগৎ
কর্মের গর্জন, ঘটনার কলরোল দিয়ে।
নিজেকে সময় দেয় না স্তব্ধতার জন্য,
সময় দেয় না হৃদয়কে তার কথা বলতে।

দ্রৌপদী

সেইজন্যই, কর্ণ, সেইজন্যই।
যেহেতু সময় এত অল্প,
যেহেতু সময় আর নেই।

(ক্ষণকাল পরে)

কর্ণ, মন্ত্রণাসভা বিফল হ'লো। এবার যুদ্ধ আসন্ন—
অনিবার্য।···কিছু বলছো না?

কর্ণ

যদি অনিবার্য হয়, মন্তব্য অবান্তর।

দ্রৌপদী

তেরো বছর ধ'রে, তেরো বছর ধ'রে
আমি ছিলাম এই দিনের অপেক্ষায়।
অহর্নিশ লালন করেছি ইচ্ছা :
দুর্যোধনের উরু চূর্ণ হবে, দুঃশাসনের বাহু ছিন্ন হবে—
আমার আনন্দ!
মনে-মনে বলেছি : হে যুদ্ধ, হে পাপনাশন, ভীষণ অগ্নিকাণ্ড
দেখা দাও! উদিত হও, রক্তবর্ণ উদ্ধার!
কিন্তু আজ
যুদ্ধের পূর্বক্ষণে, এই ভঙ্গুর স্তব্ধতার মুহূর্তে
আমার মনে সংশয়।

কর্ণ

সংশয় কেন?
পাছে পাণ্ডবের পরাজয় ঘটে?

দ্রৌপদী

কৃষ্ণ বলেছেন পাণ্ডবের জয়
নিশ্চিত। আমি তাঁকে বিশ্বাস করি।
কিন্তু এখন দেখছি যুদ্ধের আয়োজন
আমার ইচ্ছাকে বহু দূরে ছাড়িয়ে এলো।
দুঃশাসনের বাহু ছিন্ন, দুর্যোধনের উরু চূর্ণ — কিন্তু শুধু তা-ই
নয়।
আরো হবে, আরো অনেক — যা আমি চাইনি, এখনো চাই না।
আরো অনেক হত্যা, আরো অনেক মৃত্যু- হিংসার উত্তরে
প্রতিহিংসা
পুনরাবৃত্ত। বলি হবে সজ্জনেরাও, বালকেরাও
সসৈন্যে ও সশস্ত্রে
দূর-দূরান্ত থেকে রাজন্যেরা এসেছেন
রক্তাক্ত এই উৎসবে যোগ দিতে — ক্ষুদ্র কোনো উচ্চাশাপূরণের
জন্য,
কিংবা যেহেতু — রাজা তাঁরা — বংশপরম্পর
যুদ্ধকে কৃত্য ব'লে মেনেছেন — চিন্তাহীনভাবে।
এখন আমার মনে প্রশ্ন এই, কর্ণ —

(ক্ষণকাল পরে, অন্তরঙ্গ সুরে)

তুমি কুরুবংশের কেউ নও, কোনো রাজবংশের কেউ নও,
এই যুদ্ধে তোমার স্থান কোথায়?

কর্ণ

(সহাস্যে)

আমার মর্মকথা তুমি প্রকাশ করলে, পাঞ্চালী।

আমিও তা-ই ভাবি মনে-মনে : আমি কে?
পাণ্ডব নই, কৌরব নই—
অনাত্মীয় এক আগন্তুক, কালস্রোতে ভাসমান এক পাত্র,
নির্বন্ধে ভরা, নিরুদ্দেশ, জল আর বাতাসের বেগে চালিত।
এক অনাহূত অতিথি আমি হস্তিনাপুরে,
কুলগোত্রহীন, নিষ্প্রয়োজন,
দৈবক্রমে কুরুবংশের কাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট—
যা হয়তো আমারই ভুলে, যেহেতু
আমি নিয়েছিলাম যোদ্ধার বৃত্তি—সূতপুত্র হ'য়েও।
চেয়েছিলাম
অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে
কোনো-একদিন কোনো-এক স্বয়ংবরসভায়।

দ্রৌপদী

(ঠোঁটের কোণে হেসে)

অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী—অথচ মাঝে-মাঝে অদ্ভুতভাবে
তোমাকে অর্জুনেরই আত্মীয় ব'লে মনে হয়।

কর্ণ

(সতর্কভাবে)

একটা নতুন কথা শোনালে তুমি, পাঞ্চালী!

দ্রৌপদী

এ-কথা কেউ আগে তোমাকে বলেনি?
তোমার হাসিতে, হাতের ভঙ্গিতে,

কখনো তোমার কণ্ঠস্বরে, ওষ্ঠরেখায়—
স্পষ্ট নয়, কিন্তু আচম্বিতে ধরা পড়ে সাদৃশ্য,
যেন দুই ভাই তুমি আর অর্জুন।

কর্ণ

(চমকে উঠে, কিন্তু মনের ভাব গোপন ক'রে)

তোমার কল্পনাশক্তি প্রখর—
সূতপুত্রের সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রের সাদৃশ্য!

দ্রৌপদী

(চাটুবাক্যের ধরনে, কিন্তু সতর্কভাবে)

কিন্তু হয়তো কিছু আছে, যা বংশ দিয়ে বিচার্য নয়—
স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক কোনো কৌলীন্য?
আমি আজ তা-ই দেখছি তোমার মধ্যে। সত্যি বলতে,
তোমাকে আমি এই প্রথম দেখলাম।
এর আগে, স্বয়ংবরসভায়, তুমি যখন ধনুক তুলে দাঁড়ালে
আমি দেখেছিলাম শুধু এক ঝলক উল্কাজ্বলতা,
এক দীপ্ত পুরুষের আভাসমাত্র,
কেননা তখনই পুরোহিত আমার কানে-কানে বললেন :
'ইনি সূতপুত্র, তোমার বরণীয় নন।'
আমি নামিয়ে নিলাম চক্ষু, বুঝলাম তুমি ফিরে যাচ্ছো,
তুমি যখন দ্বারপথে, আমার দৃষ্টি তোমার দিকে ছুটে গেলো,
সেই মুহূর্তে তুমি নিষ্ক্রান্ত হ'লে।
—কর্ণ, দীর্ঘশ্বাস কেন?

কর্ণ

ভালো নয়, পাঞ্চালী,
ভালো নয় নতুন ক'রে বেদনা জাগানো,
নতুন ক'রে সেই জ্বালা,
সেই প্রতিকারহীন অবিচার!
দ্রুপদকন্যা, ফিরে যাও।
তোমার রূপের রশ্মি আমার পক্ষে দুঃসহ,
তোমার ললিত কণ্ঠ আমার পক্ষে উৎপীড়ন।

দ্রৌপদী

এখনো জ্বালা — এতদিন পরেও?
দ্যূতসভায় তোমার প্রতিশোধ কি পূর্ণ হয়নি?

কর্ণ

(আগ্রহের সুরে)

তোমার মনে আছে? তোমার মনে আছে?
দ্যূতসভায় আমি কী বলেছিলাম? কী করেছিলাম?

দ্রৌপদী

(সতর্কভাবে)

আমি ছিলাম আর্ত, উদ্‌ভ্রান্ত। তোমাকে লক্ষ করিনি।

কর্ণ

আমারও স্মৃতি অস্পষ্ট। শুধু মনে পড়ে:
হঠাৎ তোমাকে সভাস্থলে দেখতে পেলাম —

চোখে তোমার অশ্রুর বন্যা, চোখে তোমার রোষাগ্নি,
বিস্রস্ত কেশ, বিশৃঙ্খল বসন,
লজ্জায় তুমি উজ্জ্বলতর, অপমানে দেদীপ্যমান,
লেলিহান বহ্নিশিখার মতো সুন্দর,
ঝঞ্ঝাহত তরণীর মতো অশান্ত,
এক আশ্চর্য, অদ্ভুত উন্মোচন,
এক অবিশ্বাস্য চিত্তমন্থন আবির্ভাব।
আর সেই মুহূর্তে
আমারও শোণিত হ'লো প্রজ্বলন্ত,
আমার মস্তক যেন দীর্ণ, আমার চিন্তায় অন্ধকার,
আমার স্নায়ুতন্ত্রে কম্পমান উন্মাদনা--
কামনা, ক্রোধ, দুঃখ — সব একসঙ্গে,
বিশাল কামনা, সীমাহীন দুঃখ — একসঙ্গে;
আর তারপর — ঠিক মনে পড়ে না।
আমি কি হেসে উঠেছিলাম — যেন মদিরায় মত্ত?
উদ্‌গীর্ণ করেছিলাম — কোনো বাক্যে — আমার ন্যক্কার:
শুধু এটুকু জানি : আমার সেই অন্ধ উচ্ছ্বাসের
অর্থ কেউ বোঝেনি।

দ্রৌপদী

(কোমল স্বরে, কূটভাবে)

থাক, কর্ণ। অতীত আর আলোচ্য নয় এখন,
কেননা সব তর্কের মীমাংসা হবে
যুদ্ধে। তবু, তোমার কাছে একটি জিজ্ঞাসা আমার :
ঐ যাকে অবিচার বললে তুমি,

তার দৃষ্টান্ত
শুধু কি আমার স্বয়ংবরসভা?
তুমি দুর্যোধনকে বলো তোমার সুহৃদ। কিন্তু তার কাছে
কী পেয়েছো তুমি: একমুঠো রাজত্ব?
কিন্তু তোমার ঐ অঙ্গরাজ পদবি—
তা কি নয় অন্তঃসারহীন অভিধামাত্র?
ক্ষমতা সব দুর্যোধনের, কর্তৃত্ব সব দুর্যোধনের,
তুমি শুধু ব্যবহার্য তার—যন্ত্র যেমন যন্ত্রীর।
বীর তুমি: এই কি তোমার যথাযোগ্য সম্মান?

কর্ণ
(ঈষৎ হেসে)

তোমার যুক্তি আমি মানতে বাধ্য।
কেউ আমাকে রাজা কর্ণ পর্যন্ত বলে না।

দ্রৌপদী
(উৎসাহিত, তবু সতর্ক)

তুমি কি ভাবো—
সম্ভব নয়, বিশ্বাস্য নয়, তবু ধরা যাক দৈবাৎ
যদি কৌরবপক্ষ জয়ী হয় যুদ্ধে—তুমি অংশ পাবে
রাজত্বের?

কর্ণ
(ঈষৎ হেসে)

ভরতবংশে যার জন্ম নয়, সে পাবে রাজত্বের অংশ!

দ্রৌপদী

(তীক্ষ্ণ চোখে কর্ণের দিকে তাকিয়ে)

তুমি মানো এই যুদ্ধে কোনো অংশ নেই তোমার?
যে-পক্ষেরই জয় হোক, তোমার কিছু এসে যায় না?

কর্ণ

আবার আমার মর্মকথা তোমার মুখে শুনলাম।

দ্রৌপদী

(ক্ষণকাল পরে, কূটভাবে)

আমি জানি তোমার অধর্ম হবে
দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যদি যাও কখনো।
রাবণভ্রাতা বিভীষণকে আমি প্রবঞ্চক বলি।
কিন্তু আছে এক অন্য পথ, তৃতীয় পথ :
সপক্ষে নয়, বিপক্ষে নয়— বিবিক্ত।
ত্যাগ নয়, অত্যাগ নয়— নির্লিপ্ত।
তোমার রাজ্য কেউ হরণ করেনি, কর্ণ,
কোনো রাজ্য তোমার প্রাপ্য হবে না,
তুমি নও কোনো জ্ঞাতি বা কুটুম্ব।
কেউ পারবে না তোমাকে দোষ দিতে, যদি নিরপেক্ষ থাকো।
আমার বিশ্বাস, শাস্ত্র তোমাকে সমর্থন করবে।

কর্ণ

(বাঁকা হেসে)

দেখছি তুমি কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাসী নও,
পাণ্ডবের জয়ে তুমি সন্দিহান।

দ্রৌপদী

অন্তত নিশ্চিত জানি
কৌরবপক্ষের নেতৃগণের নিপাত।
আর তাই বলি
যে-যুদ্ধে তোমার কোনো অংশ নেই, স্বার্থ নেই,
তাতে যুক্ত হ'য়ে
তুমি কেন প্রাণ দেবে, কর্ণ?
যুদ্ধে মৃত্যু হ'লে স্বর্গলাভ হয় ক্ষত্রিয়ের,
কিন্তু তুমি তো জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় নও।

কর্ণ

তোমার বাগ্মিতায় আমি মুগ্ধ, পাঞ্চালী।

দ্রৌপদী

কিন্তু আমার প্রস্তাবে
অসম্মত? তবু, ভেবে দ্যাখো:
যদি তুমি রণস্থলে, অস্ত্র হাতে নিয়ে
পাণ্ডবের প্রতিপক্ষ হও—
তাহ'লে নিশ্চিত জেনো,
অর্জুন তোমাকে সংহার করবেন, কর্ণ।

ঐ তোমার দৃপ্ত শির লুটিয়ে পড়বে রক্তময়
কর্দমে; আর তোমার শক্তিপুষ্ট শরীর
শয়ান হবে কবন্ধ, বীভৎসভাবে নিশ্চল।
কিন্তু কেন—তাতে কোন তৃপ্তি হবে তোমার আত্মার?
কী সেই মহৎ উদ্দেশ্য, যা সাধন করবে তোমার মৃত্যু?

(ক্ষণকাল পরে)

আমি সত্য বলবো। আমি চাই কৌরবের পতন।
কিন্তু সেইজন্য কর্ণের আত্মাহুতি
আমার মনে হয় নিতান্তই অনর্থক।

কর্ণ

কিন্তু পাণ্ডবের জয় যদি নিশ্চিত,
তাহ'লে কর্ণবধের গৌরব থেকে অর্জুনকে
বঞ্চিত করা কি অন্যায় হবে না?

দ্রৌপদী

তুমি কি তাহ'লে মৃত্যু-পণ করেছো?
এই সুন্দর পৃথিবীতে, এই রৌদ্রালোকে
তুমি কি বাঁচতে চাও না, কর্ণ?
কেউ নেই, যাকে তুমি ভালোবাসো?

কর্ণ

আমি ভালোবাসার কাঙাল নই, দ্রৌপদী,
আমি আয়ুর ভিক্ষুক নই।

দ্রৌপদী

কিন্তু আমি প্রার্থনা করি
তোমার দীর্ঘায়ু। আমি চাই, যুদ্ধের পরে,
যখন আর অন্তরাল হ'য়ে দুর্যোধন থাকবে না,
তোমার সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের মৈত্রী। ভাগ্যদোষে দুঃখ পেয়েছো
তুমি,
তাঁদেরও দুঃখ অগণ্য। অবশেষে হোক
সুখের সমাপ্তি। হোক স্নিগ্ধ তোমার জীবন
সৌহার্দ্যে, দানে, গ্রহণে, প্রীতির বিনিময়ে।
তুমি নিশ্চয়ই জানো,
আমার স্বামীদের যিনি সুহৃদ, আমিও তাঁকে বন্ধু ব'লে মানি।
কর্ণ, আমি তোমার বন্ধুতা চাই।

কর্ণ

(অনেকটা আপন মনে)

আশ্চর্য!
অনেক ধ্বংস, অনেক মৃত্যু, বিপর্যস্ত রাষ্ট্র—
আর তারপর পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে মৈত্রী, দ্রৌপদীর সঙ্গে
বন্ধুতা—

(হঠাৎ থেমে, ক্ষণকাল পরে)

এই অধিরথপুত্র বৈকর্তনের।
পাণ্ডবেরা আমার কে? · · · কেউ নয়।
আমি কি দ্রৌপদীর বন্ধু হ'তে চেয়েছিলাম? · · · শুধু বন্ধু?

(দ্রৌপদীর দিকে ফিরে)

—না!
এই আমার উত্তর, পাঞ্চালী : না!
তুমি জেনো আমি পাণ্ডবের বিপক্ষে আছি প্রতিশ্রুত
আমার সব অস্ত্র নিয়ে, আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত --
দুর্যোধনের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু
তাতেই আমার সার্থকতা।

দ্রৌপদী

এত প্রবল তোমার রণলিপ্সা?

কর্ণ

মহত্তম সেই যুদ্ধ, যা নিঃস্বার্থ,
বিশুদ্ধ সেই চেষ্টা, যা নিষ্ফল।
আজ পাণ্ডবেরা জয়োৎসুক, কৌরবেরা জয়োৎসুক,
আকাঙ্ক্ষায়, আশঙ্কায় তাঁরা চঞ্চল -
পাঞ্চালী, তুমিও তা-ই।
শুধু আমি ইচ্ছাহীন, শঙ্কারহিত,
শুধু আমি অনাবিলভাবে প্রস্তুত।
তুমি জেনো, আমি দুর্যোধনের যন্ত্র নই,
কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে আমি শত্রু ব'লে ভাবি না—
আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ।

দ্রৌপদী

দেখছি তোমার কুখ্যাতি মিথ্যা নয়—
তুমি দাম্ভিক, তুমি স্বেচ্ছাচারী।

কর্ণ
(সহাস্যে)

ভাবতে পারিনি, দ্রুপদকন্যা,
আমিও তোমার সেবক হ'তে পারি কোনোদিন—
আর তাও বিনা ত্যাগে, বিনা শ্রমে, শুধু নিশ্চেষ্ট থেকে,
শুধু দিনযাপন, শুধু প্রাণধারণ ক'রে।

দ্রৌপদী
যদি তোমার পক্ষে বর্জনীয় হয় নিজের ইষ্ট,
লোভনীয় হয় আত্মলোপ,
তাহ'লে আর বাক্যব্যয় অনর্থক। আমি যাই।

কর্ণ
পাঞ্চালী, এই প্রথম তুমি আমাকে কিছু বললে,
এই প্রথম কোনো আদেশ করলে আমাকে।
আমার দুর্ভাগ্য, আমি তা পালন করতে পারলাম না।
তবু আমাকে বলতে দাও,
অনেক ভাগ্যে আজ তোমার দেখা পেলাম
যুদ্ধের আগে, শান্ত সময়ে, রৌদ্রময় আকাশের তলায়।
—যেয়ো না, পাঞ্চালী।
আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো :
আমি দেখি তোমাকে আরো একবার—
ক্ষমতার সংঘর্ষ থেকে দূরে, ছলনার সন্ধান থেকে দূরে—
তোমার চূর্ণালক কাঁপছে যখন বাতাসে,
তোমার বসনে যখন বৃক্ষছায়া চঞ্চল,
তোমার অধর যখন রৌদ্ররেখায় স্পষ্ট—
যুদ্ধের আগে, গঙ্গার তীরে, শ্রুত, নীল বনভূমির নির্জনতায়।

দ্রৌপদী

সুশ্রাব্য বচন—
যেন রূপমুগ্ধ যুবার,
যার দৃষ্টি নীলিমায় মগ্ন,
যার চিত্তে নির্মল অনুভূতি।
অথচ এর বক্তা
হত্যাকাণ্ডে যোগ দেবার জন্য উন্মাদ।

কর্ণ

(মৃদু হেসে)

তীব্র তোমার তিরস্কার, পাঞ্চালী,
কিন্তু সত্য নেই :
আমি এতদূর পর্যন্ত হত্যায় বিমুখ
যে মৃগপক্ষীকে আঘাত করিনি কখনো,
কখনো খেলাচ্ছলে শরসন্ধান করিনি।
অর্জুনের মতো অস্ত্রচালনায় কোনো কীর্তি নেই আমার,
শুধু কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে - হয়তো ভিত্তিহীন।
আমি তাই চাই— পরীক্ষা।

(ক্ষণকাল নীরবতার পরে)

না, দ্রৌপদী, আমি উন্মাদ নই—
শুধু অপেক্ষমাণ
সেই মহান, নিষ্করুণ পরীক্ষার জন্য,
যার মধ্য দিয়ে, অবশেষে,
আমি পাবো আমার আত্মপরিচয়,
হতে পারবো নিজের কাছে প্রকাশিত—ও প্রমাণিত।

দ্রৌপদী

অনিবার্য তোমার পতন। আমার দুঃখ হয় তোমার জন্য।

কর্ণ

পাণ্ডবপত্নী, বিজয়িনী হও।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান। কর্ণ অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন। দুই বৃদ্ধ পা টিপে-টিপে আলোয় বেরিয়ে এলেন।]

প্রথম বৃদ্ধ

সূর্য আরো পশ্চিমে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

বেলা প'ড়ে এলো।

প্রথম বৃদ্ধ

পাঞ্চালী সুবচন বললেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

পাঞ্চালী যুদ্ধ চান।

প্রথম বৃদ্ধ

কর্ণ সুবচন বললেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কিন্তু কর্ণ অটল।

প্রথম পার্থ

প্রথম বৃদ্ধ

তিনি জয় চান না। তবু যোগ দেবেন যুদ্ধে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

যদি যুদ্ধ হয়।

প্রথম বৃদ্ধ

হবেই।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

হবেই?

প্রথম বৃদ্ধ

পাঞ্চালী তা-ই বললেন না?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

পাঞ্চালী তা-ই বললেন?

প্রথম বৃদ্ধ

আমরা উদ্‌ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কে যেন আসছেন।

প্রথম বৃদ্ধ

কেউ আসছেন?

প্রথম পার্থ

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

মনে হয়, কৃষ্ণ।

প্রথম বৃদ্ধ

কৃষ্ণ? এবার তবে সমাধান।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কী-সমাধান?

প্রথম বৃদ্ধ

শুনেছি তিনি সন্ধি চান।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

সত্যি?

প্রথম বৃদ্ধ

শুনেছি তিনি অর্জুনের সখা, দুর্যোধনের সহায়।
তাঁর নারায়ণী সেনা পাবেন দুর্যোধন,
আর নিরস্ত্র তিনি হবেন পার্থসারথি—
যদি যুদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি সন্ধি চান।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

সত্যি?

মনে হয় তিনি দু-পক্ষেই আছেন—
হয়তো কোনো পক্ষেই নেই।
কেউ কি তাঁর মনের কথা জানে?
মনে হয় তিনি ঋজু নন, বক্রস্বভাব।

প্রথম পার্শ্ব

প্রথম বৃদ্ধ

কিন্তু তাঁর মতো সক্ষম কেউ নেই, শুনেছি,
তাঁর মতো মেধাবী কেউ নেই, শুনেছি।
তিনি পারবেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কী পারবেন?

প্রথম বৃদ্ধ

জানি না। হয়তো সবই স্থির হ'য়ে গেছে।
কিন্তু আমরা জানি না।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কৃষ্ণ জানেন?

প্রথম বৃদ্ধ

হয়তো যা হবার তা আগেই হ'য়ে গেছে।
কিন্তু আমরা জানি না।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কৃষ্ণ জানেন?

প্রথম বৃদ্ধ

তাও জানি না। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

ঐ এলেন তিনি। দেখা যাক।

[বৃদ্ধেরা অন্ধকারে প্রস্থান। কর্ণ উদ্ঘাটিত। কৃষ্ণের প্রবেশ।]

কর্ণ

(অভ্যর্থনার সুরে)

কৃষ্ণ! বহুকাল পরে! এসো।
তোমাকে যেন ক্লান্ত দেখছি?

কৃষ্ণ

তুমি বুদ্ধিমান—
মন্ত্রণাসভায় যোগ দাওনি। কিছু নেই
মন্ত্রণার মতো ক্লান্তিকর। মত, মতান্তর, বাদ, প্রতিবাদ,
ব্যর্থ বিচার, নিষ্ফল বিশ্লেষণ,
ক্ষাত্রধর্ম, ক্ষমাধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
এক বিরাট বন্ধ্য কণ্টকবনে-

(ঈষৎ হেসে)

অন্ধের পদচারণা।

(নিশ্বাস ছেড়ে)

আমি ক্লান্ত হয়েছি কথা শুনে-শুনে, কথা ব'লে-ব'লে—
কিন্তু তবু আরো কিছু কথা বলতে চাই,
যদি আমাকে কয়েক মুহূর্ত সময় দাও।

কর্ণ

(সহাস্যে, পরিহাসের সুরে)

বলো।
মৃদু, তীক্ষ্ণ, অপ্রিয়, প্রিয়,
কোপান্বিত, ছিদ্রান্বিত, ছলনাময়,
অম্ল, কটু, তিক্ত, মধুর,
প্রণয়যুক্ত বা উদ্দেশ্যপ্রসূত,
ভাবীগর্ভ বা অন্তঃসারহীন—
তোমার যে-কোনো বাক্য শুনতে আমি উৎসুক।

কৃষ্ণ

আমার বক্তব্য আজ ঋজু। হয়তো এতক্ষণে তোমার অজানাও নেই।

কর্ণ

(তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে)

তাহ'লে তাঁরা তোমারই দূতী—কুন্তী, আর পাঞ্চালী?

কৃষ্ণ

তাহ'লে আমার পরামর্শ উপেক্ষা ক'রে
তাঁরা তোমার কাছে এসেছিলেন?
আমি বলেছিলাম, 'কর্ণকে
আমি যতদূর জানি, কেউ কখনো পারবে না
তার স্বীয় সংকল্প থেকে একচুল টলাতে,
একতিল হেলাতে,

বা হার্দ্য বচনে ভোলাতে,
বা ন্যায় আর অন্যায়ের অতি সূক্ষ্ম তর্কের মধ্যে
তাঁর চিত্তকে অবশ ক'রে দিতে, অকস্মাৎ।'
তাঁদের যাত্রা নিষ্ফল হবে, বলেছিলাম।

কর্ণ

কিন্তু আমার পক্ষে নিষ্ফল হয়নি, কৃষ্ণ।
আমি দেখলাম তাঁদের—
একজন : আমার অ-দৃষ্টা, অপরিচিতা—আমার মা।
আর অন্যজন : আমার অদৃষ্টা, দূরচারিণী কান্তা।
দুই নারী : আমি যাদের ভালোবাসতে পারতাম।

কৃষ্ণ

কী বললেন তাঁরা?

কর্ণ

'কর্ণ, ফিরে এসো।
ফিরে এসো তোমার মাতৃহৃদয়ের সিংহাসনে।'
'কর্ণ, যুদ্ধ কোরো না। আমি তোমার বন্ধু হ'তে চাই।'

কৃষ্ণ

আর তুমি—উত্তরে?

কর্ণ

সূর্য ডুবে যান সন্ধ্যায়
প্রত্যুষে তিনি আবার নতুন। কিন্তু আমরা
লুপ্ত সময়ে ফিরে যেতে পারি—শুধু কল্পনায়,
কখনো কোনো অপ্রস্তুত মুহূর্তে।

কৃষ্ণ

আমার ধারণা ছিলো, কুন্তীর
আর দ্রৌপদীর বুদ্ধি আরো তীক্ষ্ণ।
শিশু চায় মা-কে। কিন্তু দীর্ঘাকার, মহাবাহু কর্ণের
কোন কাজে লাগবেন মাতা?
তরুণেরা খোঁজে বান্ধবী। কিন্তু যৌবন জীবনের চেয়েও অনিত্য,
এমনকি কর্ণের পক্ষেও, পাঞ্চালীর পক্ষেও।

কর্ণ

কিন্তু আমি—
আমি ফিরে পেয়েছিলাম তারুণ্য—তাঁদের দেখে:
যেন বালক—নবযুবক—মাতৃস্নেহলিপ্সু,
নারীর সঙ্গকামনায় চঞ্চল।
আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ—তাঁরা এসেছিলেন।

কৃষ্ণ

তবু—
তোমার বিচারবুদ্ধি স্থির ছিলো নিশ্চয়ই?

কর্ণ

(ক্ষীণ হেসে)

কৃষ্ণ,
আমার গরলপাত্র মধুর হ'য়ে উঠলো আজ।
আমি সতৃষ্ণ। বলো, যুদ্ধের
লগ্ন কি স্থির?

প্রথম পার্থ

কৃষ্ণ

(চাপা গলায়)

আগামীকাল, সূর্যোদয়ে
আরম্ভ।

কর্ণ

(মৃদু স্বরে, যেন আপন মনে)

আগামীকাল, সূর্যোদয়ে ...
কিন্তু এখনো সূর্যাস্ত হয়নি। এখনো
একটি রাত্রি আছে আমার। অন্ধকার, নক্ষত্রময়,
উজ্জ্বল, বিশাল এক রাত্রি।
যদি কিছু ভাবতে চাই তা ভাবার জন্য,
যদি দেখতে চাই কোনো অনুপস্থিত মুখশ্রী,
শুনতে চাই মনে-মনে কোনো কণ্ঠস্বর,
বলতে চাই কিছু কথা কোনো স্মৃতিকে—
তার জন্য এখনো একটি রাত্রি পড়ে আছে।

কৃষ্ণ

ক্ষত্রোচিত নয়
যুদ্ধের পূর্বক্ষণে এই স্মৃতিবিলাস।

কর্ণ

কৃষ্ণ, তুমি চেনো আমাকে।
শুধু তোমাকেই বলতে পারি, যা অন্য কাউকে বলা যায় না।

মাঝে-মাঝে এক ভ্রান্তি নামে আমার মনে,
এক সুস্বাদু সম্মোহন,
পতঙ্গের গুঞ্জনের সঙ্গে মিশে,
পল্লবের মর্মরের সঙ্গে মিশে ·
তখন মনে হয় আমিও পারতাম
হয়তো আমিও সুখী হ'তে পারতাম —
অন্য কোথাও -- যুদ্ধ থেকে, রাজনীতি থেকে দূরে।

কৃষ্ণ

(সহাস্যে)

আমারও মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে
যুদ্ধ ছেড়ে, রাজনীতি ছেড়ে, রাখাল হ'য়ে বনে-বনে বাঁশি বাজাই।
শুনেছি, পরজন্মে তা-ই আমার ভাগ্যলিখন।

কর্ণ

ভাবতে ভালো লাগে
বাঁশির সুর, অপরাধহীন সকাল থেকে সন্ধ্যা,
দুপুরবেলায় বটের ছায়ায় তন্দ্রা।
— কিন্তু আমি তা চাই না,
আমি চাই না উদ্ভিদের মতো জীবন।
আমার সার্থকতা চেষ্টায় — সংগ্রামে।

কৃষ্ণ

হলধর বলরামের সিদ্ধান্ত :
তিনি থাকবেন উদাসীন — রণস্থল থেকে দূরে,

কলস্বরা সরস্বতীর তীরে,
তার স্থির কেন্দ্রে, তার শান্তির অন্তঃপুরে।

কর্ণ

ভাবতে ভালো লাগে
বৈরাগ্য, নির্জনতা — দ্বন্দ্বহীন, ছন্দোবদ্ধ দিন,
অন্তরীণ দিনের পরে দিন।
কিন্তু আমি জানি, আমার পথ ভিন্ন,
আমি অপ্রিয় দুঃসাধ্যের সাধক।

কৃষ্ণ

আমিও বলি, বলরামের দৃষ্টান্ত
অন্যদের অনুকরণযোগ্য নয়।
তিনি নিষ্ক্রিয় রইলেন ব'লে
কুরুক্ষেত্র কি প্লাবিত হবে না রক্তে?
কখনো কোনো রাখালের বাঁশির সুরে
কোনো অস্ত্রের গতি কি রুদ্ধ হয়েছে?
যার নিবারণ সম্ভব হ'লো না, তাতে অংশগ্রহণই কর্তব্য।
কর্ণ, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই —
কেননা সব বুঝেও, সব সত্ত্বেও,
কুন্তীর আবেদন, পাঞ্চালীর প্ররোচনা সত্ত্বেও
তোমার চরিত্র থেকে স্খলিত হওনি তুমি,
আছো তোমার নিজস্ব নিয়ে অবিকল।
— তবু : একটি প্রশ্ন আমার। এই আকল যুদ্ধের
অর্থ কি তুমি ভেবে দেখেছো?

কর্ণ

এই যুদ্ধ
আমার বহুকালের প্রতীক্ষিত, প্রত্যাশিত।
সে অর্থ দেবে আমাকে, আমার অস্তিত্বকে।
আর বিনিময়ে
নেবে আমার চরম চেষ্টা, অন্তিম উদ্যম,
আমার সব অব্যবহৃত আবেগ।
আমি তাই স্বাগত জানাই
রক্তবর্ণ, ক্ষমাহীন, মুক্তিদাতা এই দেবতাকে।

কৃষ্ণ

তোমার উক্তিতে আমি শুনতে পেলাম
সদ্যজাত ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠস্বর।
কিন্তু আমার মনে অন্য এক চিন্তা।

কর্ণ

মনে হচ্ছে তুমি উৎসাহিত নও যুদ্ধে?
উৎসাহিত নও
পাপীরা শাস্তি পাবে ব'লে, ধর্মের জয় হবে ব'লে?

কৃষ্ণ

চেয়ে দ্যাখো, কর্ণ, দৃষ্টিপাত করো চারদিকে।
মঙ্গল মাস অগ্রহায়ণ,
শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, ঋতু প্রসন্ন,
সুখস্পর্শ বায়ু, শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা,
সোনালি ধানে সোনালি রোদ বিভ্রান্ত।

বৃক্ষ ফলবান, জল স্বাদু, পশুরা পরিপুষ্ট,
ঘরে-ঘরে নবান্নভোজের আয়োজন।
কিন্তু অগ্নিবাণে দগ্ধ হবে শস্য, ভস্মীভূত হবে গ্রাম,
সর্পবাণে বিষাক্ত হবে বায়ু,
বারুণাস্ত্রে আবিল হবে জল,
ব্রহ্মাস্ত্রে গর্ভের শিশু নিহত হবে।
-- কর্ণ, এ-ই কি তোমার অভিপ্রেত?

কর্ণ

আমার অভিপ্রেত কিছু নেই। শুধু কর্তব্য আছে।

কৃষ্ণ

যুদ্ধ দুই পক্ষে, তার আর্তি সর্বজনীন।
কিন্তু এক পক্ষ অত্যন্ত বেশি প্রবল হ'লে
তা দীর্ঘায়িত হ'তে পারে না।
সবচেয়ে ভীষণ সেই যুদ্ধ, যেখানে দু-পক্ষেরই শক্তি প্রায় সমান
যেমন পাণ্ডবেরা, আর কর্ণসমেত কৌরব।

কর্ণ

(চমকে উঠে, তীব্র স্বরে)

অর্থাৎ, আমাকে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে হবে?
কুটিল, কপট, চতুর কৃষ্ণ,
তুমিও এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো?

কৃষ্ণ

আমার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ।
কর্ণ, তুমি কি দেখছো না
কুরুবংশের এই গৃহবিবাদ
আজ বিস্তীর্ণ হ'লো পৃথিবীতে
চীন, যবন, বাহ্লিক রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত?
সব নদী যেমন সমুদ্রে মেশে
তেমনি সর্বদেশের সৈন্যদল মিলিত হ'লো
এই ব্রহ্মাবর্তে, কুরুক্ষেত্রে?
আর তারপর—
হয়তো মদ্রদেশে হাহাকার, মৎস্যদেশে দুর্ভিক্ষ,
সুদূর কম্বোজপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব,
চেদিরাজ্য যুবকহীন, সিন্ধুরাজ্যে সধবা নেই—
ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত।
এ-ই কি তুমি চাও, কর্ণ—
তুমি, দয়াবান, লোকেরা যাকে দাতা ব'লে জানে?

কর্ণ

(তীব্র স্বরে)

আমি চাই—বা না চাই—কী এসে যায়?
এই ধ্বংসের জন্য দায়িত্ব কি আমার?
আমি কি কোনো মিত্র খুঁজেছি? সংগ্রহ করেছি সৈন্যসামন্ত?
আমি কি তোমার প্রার্থী হ'য়ে দ্বারকায় গিয়েছিলাম?
মন্ত্রণাসভায় আমি ছিলাম না, আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি—
বা যদি নিয়ে থাকি, তা একান্তভাবে আমারই জন্য।
অন্য কারো সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

কৃষ্ণ

আছে, কর্ণ।
অনেকের ভাগ্য জড়িত আজ তোমার সঙ্গে।
কেননা পাণ্ডবপক্ষে তুমি যুক্ত হ'লে
পলকপাতে মীমাংসা হবে যুদ্ধের, আর দুর্যোধন
জয় অসম্ভব বুঝে নিজেই চাইবে সন্ধি।
—তা-ই করো, কর্ণ, তা-ই করো। ক্ষণস্থায়ী করো যুদ্ধকে।
ত্বরান্বিত করো শান্তি।

কর্ণ

পারি না, কৃষ্ণ, জয়ী পক্ষে যোগ দিতে আমি পারি না।
তুমি তো জানো,
পরাজয় আমার চিরকালের সঙ্গী, আর পরাজয়ের স্বাদ তীব্র
পাণ্ডবেরা বনবাসেও জয়ী : কুন্তী তাঁদের মাতা।
পাণ্ডবেরা নিঃস্ব হ'য়েও জয়ী : পাঞ্চালী তাঁদের সাম্রাজ্য।
কিন্তু জয়ীরা তাঁদের প্রাক্তন জয় ভুলে যান, বা লজ্জিত হন
তার তুচ্ছতা ভেবে, কালক্রমে। পরাজয় কেউ ভোলে না।
তিক্ত সেই উন্মাদনা, বিস্মৃতিহীন চিত্তদাহ,
তৃপ্তি নেই, এখনো আমার তৃপ্তি নেই।

কৃষ্ণ

কর্ণ, আমি জানি তুমি নির্লোভ, তুমি ত্যাগী।
পৃথিবীর প্রভুত্ব তুমি ফিরিয়ে দিলে,
উপেক্ষা করলে উজ্জ্বল বংশপরিচয়।
আর তাই বলি—
কুন্তী তোমার জননী বলে নয়,

কোনো জ্ঞাতিত্ববোধের অন্ধ নির্দেশে নয়,
কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্য, নিখিলের দুঃখলাঘবের জন্য
তুমি কি আজ নম্র হ'তে পারো না,
পারো না তোমার স্বরক্ত-শাখায় ফিরে যেতে,
ভুলতে পারো না তোমার আত্মাভিমান?

কর্ণ

আত্মাভিমান ছাড়া আর কী আছে আমার?

কৃষ্ণ

অসংখ্যের দুঃখ বা সুখ : তাও বিবেচ্য নয়?

কর্ণ

আমি প্রার্থনা করি সুখ, আয়ু, শান্তি — অসংখ্যের জন্য।

কৃষ্ণ

কিন্তু ইচ্ছুক নও তার সম্পাদনায়?

কর্ণ

আমার যুদ্ধ আমার নিজস্ব — আমার ব্যক্তিগত।

কৃষ্ণ

কার সঙ্গে? কিসের জন্য? কোন আকর্ষণে?

কর্ণ

আমি চাই অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ — আর-কিছু নয়।

কৃষ্ণ

এখনো চাও? অর্জুনকে ভাই ব'লে জেনেও।

কর্ণ

সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা।

কৃষ্ণ

কিন্তু যেখানে হত ও হন্তা
একই গর্ভের সন্তান—সেখানে রক্তে জাগে না বিদ্রোহ?

কর্ণ

বিদ্রোহ—না উল্লাস?
কেউ জানে না, কৃষ্ণ, আমি ছাড়া কেউ জানে না
কাকে বলে রক্তের টান, সোদরসম্বন্ধ।
বহুকাল ধ'রে, বহুকাল ধ'রে
অন্ধভাবে, অজ্ঞানভাবে আমি চেয়েছি
স্পর্শ করতে, আলিঙ্গনে জড়াতে
কুন্তীর স্তনে পুষ্ট, পাঞ্চালীর চুম্বনে উৎফুল্ল
অর্জুনকে।

কৃষ্ণ

আমি দেখছি তোমার হৃদয় দ্বিখণ্ডিত:
এক অংশ চায় ভালোবাসতে, অন্য অংশ শত্রুতার বন্ধমূল।

কর্ণ

শত্রুতা? কে বলে শত্রুতা?
প্রেম, কৃষ্ণ, তীব্রতম প্রেম!
ঘনিষ্ঠতম ভ্রাতৃত্ব, নিবিড়তম মিলন।
ছিন্ন ত্বক
দীর্ণ মাংস
শোণিতস্রাব
স্বেদ, কম্পন, মূর্ছা, যন্ত্রণা, আনন্দ—
হত্যার তুরীয়ানন্দে মিলন।
আমার বন্দী বাসনা মুক্ত,
আমার রুদ্ধ আবেগ তৃপ্ত,
আমার নিভৃত স্বপ্ন সফল—
আর তারপর
সমাপ্তি—শান্তি—নির্বাপণ
হয় অর্জুনের, নয় কর্ণের।

কৃষ্ণ

(শান্তভাবে)

অর্জুনের নয়—কর্ণের।

কর্ণ

কে জানে। অর্জুন আর কর্ণ যখন প্রতিদ্বন্দ্বী,
কে বলতে পারে ফলাফল?

কৃষ্ণ

তুমি কি অর্জুনের
সারথিকে বিস্মৃত হ'লে?

কর্ণ

(শান্তভাবে)

তুমি কি বিস্মৃত হ'লে
তোমার প্রতিজ্ঞা — কখনো অস্ত্র হাতে নেবে না?

কৃষ্ণ

আমি যোদ্ধা নই, কর্ণ, আমি ঘটকমাত্র —
আমি কখনো মেলাই, কখনো ছাড়াই, কিন্তু নিজে থাকি
সর্বদা বাইরে।
দুই পার্থের দ্বন্দ্বযুদ্ধেও
আমার ভূমিকা হবে দর্শকের।
কিন্তু যেহেতু তোমরা দু-জনে বলে বীর্যে সমকক্ষ,
সমান দক্ষ অস্ত্রচালনায়;
যেহেতু তোমাদের মধ্যে
সম্ভব নয় একের হাতে অন্যের পরাভব —
আমাকে তাই
বিনা স্পর্শে, অতি মৃদু হাতে
খসিয়ে দিতে হবে গ্রন্থি,
এগিয়ে আনতে হবে সমাপন।
আমি করবো কী, জানো —
মায়াবলে ডুবিয়ে দেবো তোমার রথের চাকা

মাটিতে। ভুলিয়ে দেবো তোমাকে সেই দিব্যাস্ত্রের নাম,
যা পরশুরাম তোমাকে দিয়েছিলেন।
আর তারপর
তুমি যখন রথের চাকা টেনে তোলার চেষ্টায়
ঘর্মাক্ত, উদ্বিগ্ন, ধনুর্বাণহীন,
আমি তখন বলবো, 'অর্জুন,
দ্বিধা কোরো না!
এ-ই তোমার সুযোগ! সংহার করো শত্রুকে!'
ক্ষিপ্র হবে অর্জুনের উত্তর :
বজ্রতুল্য অঞ্জলিক বাণের আঘাতে
তোমার ছিন্ন শির মিলিয়ে যাবে রশ্মির মতো
ঊর্ধ্বাকাশে, সূর্যমণ্ডলে।

কর্ণ

(হঠাৎ কেঁপে উঠে)

তুমি এ-ই করবে?

কৃষ্ণ

আমার চোখে পলক পড়বে না।

কর্ণ

তুমি লজ্জা পাবে না
মিথ্যাচারে— প্রতারণায়?

কৃষ্ণ

আমি তোমাকে অগ্রিম সব জানিয়ে দিলাম—
এর নাম মিথ্যাচার?

কর্ণ

অর্জুন লজ্জা পাবেন না
অন্যায় যুদ্ধে জয়ী হ'তে?

কৃষ্ণ

সব যুদ্ধই অন্যায়।
সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা। কিন্তু তুমি আর অর্জুন—
সমতুল্য-অতুলনীয় দুই বীর—
অসম্ভব নয়
তোমাদের যুদ্ধে অন্য এক ভীষণতর সমাপ্তি—
অকথ্য—প্রায় অকল্পনীয়—
দুই ভ্রাতার
দুই পার্থের
একই গর্ভে সঞ্জাত দুই পুরুষের
পরস্পরের হাতে সংহার, একই মাতৃশোণিতে নিমজ্জন—
যুগপৎ মৃত্যু, দ্বিগুণিত হত্যা!
সেই আতঙ্কময় পরিণাম খণ্ডনের জন্য—
অনিচ্ছা কাটিয়ে, প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও—
আমাকে সংকটকালে হ'তেই হবে সক্রিয়।

কর্ণ

(তীব্র স্বরে)

সত্যভঙ্গ ক'রে সক্রিয়,
ধর্মের বিরুদ্ধে, কর্ণের বিরুদ্ধে—

শুধু এইজন্য,
আশ্রিত অর্জুন যাতে বিনষ্ট না হন।
আর এই কৃষ্ণকে
কেউ কেউ বলে থাকে মহাত্মা!

কৃষ্ণ

(শান্ত স্বরে)

ধৈর্যহীন বিচার কোরো না, বন্ধু,
আমার কথা শেষ পর্যন্ত শোনো।
অর্জুন অবশ্য আশ্রিত হতে পারেন, কিন্তু তুমি আজ নির্বাচিত।
আমি রচনা করেছি তোমার জন্য এক উপহার--
তোমারই মতো বীরের যা যোগ্য,
আর যার যোগ্য তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই -
শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সর্বশেষ সাফল্য,
এক অন্তিম ও অন্তহীন অভিনন্দন,
এক মৃত্যু, যাতে আহত হবে সর্বযুগ,
এক অমরতা, দিনে-দিনে উজ্জ্বলতর।
--কিন্তু তুমি যদি গ্রহণ করতে না চাও, তবে বলো!

(ক্ষণকাল পরে)

কর্ণ, তুমি কি ভেবে দেখবে আর-একবার?

কর্ণ

আমি বহু দূর এগিয়ে এসেছি, কৃষ্ণ। আর ফিরতে পারি না।

কৃষ্ণ

কেউ ফিরতে পারে না।
অর্জুন — তুমি — অন্য সব যোদ্ধারা — কেউ না।
সকলেই বাধ্য। আমিও তা-ই।

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

কৃষ্ণ

সূর্যাস্তের বিলম্ব নেই। বিদায়ের সময় হ'লো, কর্ণ।

কর্ণ

কৃষ্ণ, আমার ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি ক্ষমা কোরো।

(উন্মনভাবে)

জানি, আমিও জানি,
সব এক অলঙ্ঘ্য সূত্রে গাঁথা হ'য়ে আছে।
আছে এক অদৃশ্য অক্ষয় মহাবট,
যার ডালে-ডালে পক্ক হ'য়ে ফ'লে ওঠে
অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা,
অসংখ্য কার্যকারণের একটিমাত্র পরিণাম,
অসংখ্য জিজ্ঞাসার পরে একটিমাত্র উত্তর।
সেই মহাবৃক্ষের কোনো-একটি শাখায় এবার দুলবে
রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু।
— কৃষ্ণ, আমাকে একটি প্রিয় কথা শোনালে তুমি :
সম্ভব নয় অর্জুনের হাতে আমার পরাভব।

আর সেইসঙ্গে
এক আশাতীত সম্মান দিলে আমাকে।
আমার জন্য তুমিও হবে কুচক্রী,
নেপথ্য ছেড়ে নেমে আসবে মঞ্চে,
হবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী — তুমি! — অর্জুনের প্রচ্ছদে।
আমার জীবনের তুঙ্গতম মুহূর্ত,
আমার সব বাসনার তৃপ্তি,
আমার সব স্বপ্নের সফলতা —
তা আমাকে উপহার দেবে — অর্জুন নয় — তুমি —
তুমি, কৃষ্ণ, যাকে কেউ-কেউ বলে নরশ্রেষ্ঠ — বিশ্বম্ভর!
আমি সম্মত, আমি আনন্দিত, আমার পরাজয়ে আমি ধন্য।

কৃষ্ণ

এ-যুদ্ধে সকলেই পরাজিত হবে, কর্ণ --
জয়ী, বিজিত, হত, উদ্বৃত্ত — সকলেই।

কর্ণ

(ঈষৎ হেসে)

মহাজ্ঞানী, আমার শেষ নমস্কার তোমারই জন্য।
এসো, আলিঙ্গন দাও।

(আলিঙ্গন ক'রে)

আবার রণস্থলে দেখা হবে। তারপর হয়তো পরজন্মে —
না — যদি কখনো কোনো সুকৃতি আমি ক'রে থাকি,
যদি কখনো ভেবে থাকো আমি তোমার স্নেহের যোগ্য,

তবে আশীর্বাদ করো, আর যেন ফিরে না আসি।
এই একবার — এ-ই আমার যথেষ্ট।

কৃষ্ণ

তুমি থাকবে বিশ্বমানবের স্মরণে -- চিরকাল —
এক ভাস্বর, মহান, পরাজিত বীর।

[কৃষ্ণের প্রস্থান। কর্ণ অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন।
দুই বৃদ্ধ উদ্‌ঘাটিত।]

প্রথম বৃদ্ধ

কর্ণ বেছে নিলেন মহত্ত্ব, তাঁর মৃত্যুর মূল্যেও।
তাই আরম্ভ হবে মহাযুদ্ধ, কাল সূর্যোদয়ে।
— মাতা কুন্তী, কেন তোমার প্রথম পুত্রকে ত্যাগ করেছিলে?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কেউ-কেউ কামনা করেন মহত্ত্ব মৃত্যুর মূল্যেও।
মানি, তাঁরা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমি তাঁদের ভয় করি।
আমি বলি, তারাই ধন্য, যারা সাধারণ,
যাদের চরম লক্ষ্য সহজ সুখ, সাংসারিক তৃপ্তি —
তাদেরই জন্য মানব-বংশ আবহমান।

যবনিকা